



ব্যাপম  
কেলেঙ্কারিতে  
মধ্যপ্রদেশ  
সরকারের দুর্নীতি  
ফাঁসের জন্য চাকরি  
থেকে বরখাস্ত  
হলেন চিকিৎসক  
আনন্দ রাই  
পৃষ্ঠা ৫



স্ক্রু  
জার্মানি  
শ্রমিকদের  
মজুরি বৃদ্ধির  
দাবিতে ব্যাপক  
বিক্ষোভে স্ক্রু  
জার্মানি।  
পৃষ্ঠা ৭



কলকাতা সংস্করণ

৫৬ বর্ষ □ ১৬৯ সংখ্যা □ ২৯ মার্চ, ২০২৩ □ ১৪ চৈত্র ১৪২৯ □ বুধবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 169 • 29 March, 2023 • Wednesday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

## ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত অমর্ত্য

সংবাদদাতা ঃ মোদি পদবী নিয়ে মন্ত্রণার দায়ে গুজরাটের আদালত ২ বছর জেলের সাজা দিয়েছে রাহুল গান্ধিকে। বাতিল হয়েছে কংগ্রেস নেতার সাংসদ পদ। সরকারি বাংলা ছাড়ার নোটসও দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিরোধী দলের বক্তব্য, গোটা প্রক্রিয়া বিরোধী কঠোরত্বের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এবার এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। বর্তমানে প্রবাসে রয়েছেন তিনি। সেখান থেকেই বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে ই-মেল করে ভারতে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন তিনি।

অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শনিবার তাঁকে ই-মেল করেন নোবেলজয়ী। সুদীপ্তর দাবি, সাধারণত তাঁদের মধ্যে বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে এবং আকাদেমিক বিষয়ে কথা হয়ে থাকে। কিন্তু বরিয়ান অর্থনীতিবিদের এবারের অন্তর্জাল-চিঠিতে রাহুল গান্ধি'র প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। অমর্ত্য জানানতে চান, সত্যিই কি বিরোধী নেতা আর বিরোধিতা করতে পারবেন না? সুদীপ্ত জানান, উনি ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে চিন্তিত।

## বাইরনের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর

স্টাফ রিপোর্টার : সাগরদিঘির বাম-কংগ্রেস জোট বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। যার ফলে বড় স্বস্তি পেলেন তিনি। বাইরন যেদিন বিধানসভায় শপথ নিতে যাবেন, তার আগেই তৃণমূল দাবি তুলেছিল, বাইরনকে গ্রেফতার করা হোক। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, কীসের শপথ। বাইরনকে এখনই জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা উচিত। সেদিন অবশ্য বাইরনের শপথ আটকায়নি। শপথের পর বাইরন তাঁর গ্রেফতারির দাবি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেছিলেন, সবটাই এখন কোর্টে। আমি তো কোর্টে আবেদন করেছি। এদিন বাইরন সে ব্যাপারে স্বস্তি পেলেন।

বাইরনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি তৃণমূলের এক নেতাকে ফোনে অশালীন ভাষায় কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে হুমকিও দিয়েছেন। বাইরনের গ্রেফতারের দাবিতে সাগরদীঘি থানা ঘেরাও করেছিল তৃণমূল। সেই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যেও উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছিল। হতে পারে সে কারণেই বাইরনের শপথের ব্যাপারে রাজভবনে দৌতা চালিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। অনেকের মতে, শুধু বাইরন নয়, দৃষ্টিগ্ৰা কটাল প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদেরও।

## মোদিকে অসম্মানের নামে এবার গুজরাটের কংগ্রেস বিধায়কের জেল জরিমানা

আহমেদাবাদ, ২৮ মার্চ ঃ রাহুলের পর এবার আরেক বিরোধী নেতা। ৬ বছর আগের ঘটনায় গুজরাটের নভসারির একটি আদালত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'র ছবি ছিঁড়ে ফেলার অপরাধে এবার কংগ্রেস বিধায়ক অনন্ত প্যাটেলকে জেল-জরিমানার সাজা শুনিয়েছে। তিনি ভাঁসদা আসনের কংগ্রেস বিধায়ক। ছবি ছিঁড়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অসম্মান করেছেন বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিচারক ভিএ ধাখাল বিধায়ক প্যাটেলকে প্রধানমন্ত্রীকে অবমাননা সহ একাধিক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ওই বিধায়ককে ৯৯ টাকা জরিমানা করে বিচারক বলেছেন, অর্থ দণ্ডের পরিবর্তে তিনি সাত দিন জেল খাটতে পারেন।

ঘটনাটি ২০১৭ সালের। প্যাটেল ছাড়াও, এক প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক গুলাব সিং রাজপুত, যুব কংগ্রেস নেতা পীযুষ ধীমার এবং যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি পার্থিব কাথওয়াদিয়ার বিরুদ্ধেও একই ঘটনায় মামলা হয়েছিল। অভিযোগ, নভসারির কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক নিয়োগের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ প্রতিবাদের সামিল হয়ে অভিযুক্তরা উপাচার্যের ঘরে জোর করে ঢুক পড়েছিলেন। তাঁরা দেওয়ালে সাঁটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ছবি ছিঁড়ে ফেলেন। কংগ্রেস তখনই অভিযোগ করে, ছোট ঘটনা নিয়ে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে। আসলে মোদির বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না, এই বার্তাই দিতে চাইছে বিজেপি। এরপর প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানোর মতো প্রতীকি আন্দোলন করলেও জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'বে।

গত বৃহস্পতিবার এই গুজরাটেরই সুরাতের আদালত মোদি পদবিধারীরে মানহানির অভিযোগে রাহুল গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করে দু বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। সেই রায়ের কারণে রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গিয়েছে। রাহুলও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিশানা করেছিলেন। কংগ্রেস বিধায়ককে অবশ্য আদালত অবশ্য কঠোর সাজা দেয়নি। বিজেপি যে এখন খুঁজে খুঁজে নানা মামলা খুঁটিয়ে তুলে বিরোধীদের নিশানা করছে এক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট। কারণ, এই রায়ের সময়ও বিচারক বলেন, যদিও এই অপরাধেরে সাজা তিন মাস জেল অথবা ৫০০ টাকা জরিমানা, তবে বিধায়কের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। তিনি ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে ভাল উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। দু বছরের কম সাজা হওয়ায় তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হবে না। আদালতের সোমবারের রায়ের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চ আদালতে যাবেন। কংগ্রেসের প্রশ্ন, ছবি ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় কীভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অসম্মান করা হয়।

## জানাল আদালত পঞ্চায়েত ভোটে হস্তক্ষেপ নয়

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এখনই কোনও হস্তক্ষেপ করতে চাইল না কলকাতা হাইকোর্ট। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির গণনা ইত্যাদি নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের বৈধ মঙ্গলবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এখনই আদালত কিছু বলবে না। যার অর্থ হল, পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নেই। রাজ্য নির্বাচন কমিশন চাইলে এখনই পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা করে দিতে পারে।

মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা প্রধান বিচারপতি তাঁর পর্ষবেক্ষণে বলেছেন, গণনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে রাজ্য নির্বাচন কমিশনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সেই সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্ট এও জানিয়ে দিয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটে

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে যে আবেদন বিরোধী দলনেতা করেছিলেন, তা নিয়ে তিনি চাইলে পৃথক মামলা করতে পারেন। আদালত তা আলাদা ভাবেই শুনবে।

সব ঠিক থাকলে এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের গোড়ায় পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শাসক দলের এক নেতার কথায়, শেষমেশ পঞ্চায়েত ভোট হতে হয়তো জুন-জুলাই হয়ে যাবে। কারণ, পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী দাবি করে বিরোধী দল তথা আদালতে যাবেন। সেই শুনানি হাইকোর্টের সিঙ্গল বেক্স থেকে ডিভিশন বেক্সে যাবে। এমনকী, সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়তে পারে।

ফলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে তারিখে ভোট গ্রহণের দিন ধার্য করবে সেই দিন ভোট নাও হতে পারে। অর্থাৎ কলকাতা হাইকোর্ট এখনই পঞ্চায়েত নির্বাচনে হস্তক্ষেপ না করলেও আইনি জটিলতা যে একেবারে কেটে গেল তা বলা যাবে না।



তিলজলা কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ঃ (বামদিকে) ঢাকুরিয়ায় মহিলা সমিতির মিছিল। (ডানদিকে) যাদবপুরে এসএফআইয়ের পথ অবরোধ।



ফটো ঃ নিজস্ব ও কালান্তর

## রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত করবে পংবং মহিলা সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতার তিলজলার শ্রীধর রায় রোডের শিশু অপহরণ করে খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি। এই ঘটনায় সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত করা হবে। মঙ্গলবার সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা শ্যামাশ্রী দাস বলেন, এরাভো যে মহিলা ও শিশু নিরাপদ নয় তা আরও একবার প্রমাণিত হল। তিলজলার শ্রীধর রায় রোডে যে ঘটনা ঘটেছে তা বলা যায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। একজন শিশুকে ঘাতকরা অপহরণ করে তাকে খুন করে সেই অ্যাপার্টমেন্টে ফেলে রাখে। তিলজলায় তীব্র গণরোষ সৃষ্টি হয়। সেই গণরোষ থামাতে পুলিশ বার্ষা সাত বছরের এক নিম্পাপ শিশু-কন্যাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল। তা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে মেটানো যায় না। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি এই বর্বর ঘটনায় রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদে সামিল হবে।

এদিকে, পিকনিক গার্ডেনে নয় বসরের নাবালিকাকে নৃশংস ভাবে হত্যার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নানা সংগঠনের পক্ষে বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ঢাকুরিয়া আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিবাদ মিছিল আজ সারা এলাকা জুড়ে হয়েছে। এই মিছিলে পৌরমাতা মধুহন্দা দেব সহ এলাকার বহু সাধারণ মানুষ পা মিলিয়েছেন।

শ্রমিক-কর্মী পিএফে  
সুদের হারে সামান্য বৃদ্ধি  
নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ ঃ ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে এমগ্রয়িজ প্রতিডেট ফান্ডের সুদের হার সামান্য বাড়তে বাধ্য হল কেন্দ্র। অছি পরিষদের দু'দিনের বৈঠক শেষ হয়েছে মঙ্গলবার। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, এবার এমগ্রয়িজ প্রতিডেট ফান্ডের (ইপিএফ)-এর সুদের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবার সুদের হার বেড়ে হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে পিএফের সুদের হার দুম করে ৮.৫ শতাংশ থেকে ৮.১ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছিল। তা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে। অর্থাৎ হার বাড়লো মাত্র দশমিক শূন্য পাঁচ পয়েন্ট। প্রসঙ্গত, বেসরকারি ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## তিলজলায় কুসংস্কারের বলি নাবালিকা সচেতনতা বৃদ্ধি চেয়ে আদালতে বিজ্ঞানমঞ্চ

স্টাফ রিপোর্টার : তিলজলায় শিশুকন্যা খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। নাগরিক সচেতনতা বাড়াতে আদালতের হস্তক্ষেপে বিশেষ গাইডলাইন তৈরির আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, বীরভূমের আমোদপুরে ডাইনি অপবাদে খুনের ঘটনার পরেই এই মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু শুনানির জন্য তা গ্রহণ করা হয়নি। এবার তিলজলার ঘটনায় ফের বিচারপতি স্যারসচী ভট্টাচার্যের দ্বারস্থ হন মামলাকারী। ক্ষুর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি জানিয়েছে, এই নৃশংস শিশুকন্যা হত্যার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ জানাবে। বিজ্ঞান মঞ্চের আবেদন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেক্সে জমা পড়েছে বলেই খবর। এদিকে তিলজলার ঘটনায় ডিভিশি, মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে শিশু সুরক্ষা কমিশন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে। ৩১ মার্চ আসতে পারেন কমিশনের প্রতিনিধিরা।

তিলজলাকাণ্ডে এবার মৃত নাবালিকার পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। মৃতের পরিবারকে আড়াই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাত থেকে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তিলজলা থানা ঘেরাও করে। থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। পাশাপাশি নাবালিকা খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জেরা করা হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে

উত্তেজনার পারদ বাড়তে থাকে। অভিযুক্তর কঠোরতম শাস্তির দাবিতে পথে নামেন স্থানীয়রা। বন্ডেল গেট এলাকায় পথ ও রেল অবরোধ করেন তাঁরা। দুপুর ১২টা থেকে ট্রেন আটকে রাখেন বিক্ষোভকারীরা। বেলা যত বাড়তে থাকে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যায়। পুলিশের সঙ্গে অবরোধকারীদের বাকবিতণ্ডা বাধে। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। এমনকী পুলিশের গাড়ি ও কিয়দ্ব ভাঙচুর চালানো হয়। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়ি ও বাইকে। পুলিশ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে রায়ফ নামায়। কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। শুরু হয় ধরপাকড়া। সন্ধ্যাবেলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

এদিকে, নাবালিকাকে অপহরণ করে গলা টিপে খুন করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অলোক কুমারকে গ্রেফতার করে জেরা করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত এই খুনের ঘটনায় একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। অভিযুক্ত খুনের কথা স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছে, এক তান্ত্রিকের কথাতেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে সে। পুলিশ সেই তান্ত্রিকের খোঁজ চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে, এক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তানলাভের জন্য তান্ত্রিকের পরামর্শে শিশুবলি দিতেই ওই শিশুকন্যাকে খুন করেছিল। ওই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিয়ে জনতার ক্ষোভে তোলপাড় চলেছে। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, আগুন লাগিয়ে দেওয়া—সোমবার বন্ডেল গেট ব্রিজ কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল।

## আবার উত্তপ্ত বিশ্বভারতী সমাবর্তনের আগেই ৭ অধ্যাপককে শোকজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : উপাচার্য বিভূৎ চক্রবর্তীকে নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও অধ্যাপকদের একাংশের মধ্যে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূরু'র সফরের আগের দিন ফের একবার উত্তেজনা ছড়াল বিশ্বভারতীতে। অভিযোগ, এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেওয়ার পরেই অনেক অধ্যাপককে শোকজ করা হয়। এবার বিশ্বভারতীর উপাচার্যের অপসারণ চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে খোলা চিঠি লিখলেন বিদ্বজ্জনরা। মঙ্গলবার বিশ্বভারতীতে ছিল সমাবর্তন অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি। ছিলেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোসও। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের আগেই ৭ অধ্যাপককে শোকজ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি পরিস্থিতির কথা জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছিলেন ওই ৭ জন। অভিযোগ, তার জন্যই তাঁদের শোকজ করা হয়েছে। সোমবার সমাজের বিশিষ্টজনেরা রাষ্ট্রপতিকে যে খোলা চিঠি লিখেছেন, তাতে আছে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার কথা তেমনই আছে উপাচার্যকে অপসারণ করার দাবি।

এই চিঠিতেই সেই করেছেন কবীর সুমন, মনোজ মিত্র, জয় গোশ্বামী, গৌতম ঘোষ, সুবোধ সরকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। চিঠিতে সম্প্রতি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জমি নিয়ে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যে ডিটা টানটানি চলছে সেই কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে আছে আদালতে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার কথাও।

## আদিবাসী ১০০টি পরিবারের পুনর্বাসনের দাবিতে বন্ধ খনির কাজ

ভূষার গঙ্গোপাধ্যায়, আসানসোল : পাণ্ডবেশ্বরের জোয়ালভাদা গ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় ১০০টি আদিবাসী পরিবারের বসবাস। এই গ্রাম লাগোয়া এলাকায় খোলা মুখ খনি সম্প্রসারণ করেছে ইসিএল। এই সমস্ত মানুষদের বসবাসের এলাকা থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে চলে এসেছে খনি। এর ফলে ভূগর্ভস্থ এলাকায় জল স্তর নেমে গেছে। তীব্র জল সংকট তৈরি হয়েছে। বাড়ি ও এলাকার কুরোগুলিতেও জল মিলছে না। এই অবস্থায় ইসিএল কর্তৃপক্ষ টাক্ষরে করে জল পাঠালেও তা প্রয়োজনের থেকে অনেক কম। এছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকার বাড়িগুলিতে ব্যাপক ফাটল দেখা দিয়েছে। এদের বেশিরভাগ বাড়ি মাটির। তাই যে কোনও সময় ধসে পড়তে পারে। পার্শ্ববর্তী খনিতে বিস্ফোরণ ঘটলে বাড়ির আসবাবপত্র পর্যন্ত কঁপে ওঠে। এই কঠিন অবস্থায় বসবাস করছেন অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ জন। সরকার ও ইসিএল এর তরফে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত তা হয়নি। এই অবস্থায় পুনর্বাসনের দাবিতে ইসিএল-এর বাকোলা এরিয়ার নাকরা কন্দা কুমারডিহি বি খোলা মুখ খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন। দিসম আদিবাসী গাঁওতা নামের সংগঠনটি এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছে। প্রায় শতাধিক আদিবাসী পরিবারের সদস্যরা

এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। এদের তরফে বলা হয়েছে প্রায় ১০০ বছর ধরে এই অঞ্চলে এরা বসবাস করছেন। ১৯৮৬ সালের পর থেকে এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার মাত্র ৪০টি পরিবারকে তাদের পুরনো বসতবাড়ির জায়গায় পাট্টা দিয়েছে। বাকিরা আবেদন করলেও এখনো পাট্টা পাননি। অথচ যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য এই পাট্টা একটি সরকারি স্বীকৃতি। বিক্ষোভকারি সংগঠনের নেতা জলধর হেমব্রম ক্ষোভের সুরে জানিয়েছেন সম্প্রতি ইসিএল দাবি করেছে আদিবাসী পরিবারগুলি নাকি তাদের জায়গা দখল করে নিয়েছে।

তিনি জোরের সঙ্গে বলেন এই অঞ্চলের বেশিরভাগ আদিবাসী পরিবার দীর্ঘদিন ধরে সরকারি খাস জমিতে বসবাস করে। এই খোলা মুখ খনি লাগোয়া ইসিএল এর সোনপুর বাজারি প্রকল্প সম্প্রসারণ এর ফলে বেশ কয়েকটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এই সমস্ত মানুষদের বিনা শর্তে অন্যত্র বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাহলে এই ১০০টি পরিবার কি অপরাধ করলো। তাই অবিলম্বে এই সমস্ত পরিবারগুলির যথাযথ পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন তিনি। খনি কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

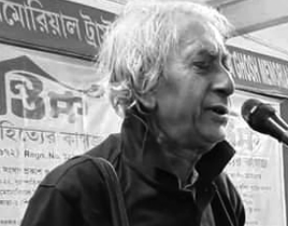
## আদালতের নির্দেশে ধর্গাঞ্চল ও তৃণমূল সভার মাঝে টিনের পাঁচিল

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরই তৈরি হল ব্যারিকেড। শহিদ মিনার চত্বরে তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের সভাঞ্চল ও ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনকারীদের ধরনা মঞ্চের মাঝে টিনের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে মঙ্গলবার বিকেলেই। বসানো হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। সভার অনুমতি দেওয়া হলেও একাধিক শর্ত দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই শর্ত অনুযায়ী, সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে সভাঞ্চলে। মঙ্গলবার বিকেলে সভাঞ্চল পরিদর্শন করেছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিল সেনাবাহিনীও। তবে যেভাবে সভাঞ্চল ঘিরে দেওয়া হয়েছে, তাতে জয় হয়েছে বলেই

২ পৃষ্ঠায় দেখুন



## চলে গেলেন প্রাবন্ধিক প্রণব সেন



সংবাদদাতা ঃ চলে গেলেন কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক প্রণব সেন। মঙ্গলবার সকাল ১১ টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাঁরই বাড়িতে। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। হাসপাতালে যাওয়ার আগেই বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই কালান্তরের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রায়শই তাঁর লেখা কালান্তরের পাতায় স্থান পেয়েছে। প্রণব সেনের মৃত্যু সংবাদে কালান্তর গভীর শোক জানিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তার বাইরেও বিভিন্ন নামীদামি পত্র-পত্রিকায্য তাঁর রচনা সম্মানের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসাবে তিনি সাহিত্যিক মহলে অবশ্যই

স্বীকৃত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে ঃ টুবলুর মন ( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস) প্রকাশমাত্রই তিনি সুধীজনের প্রশংসাধনা হন। তাঁর প্রকাশিত আরও উপন্যাসের মধ্যে আছে ঃ উত্তর রাজার দেশে, ঘুমপাড়ানি ফুল ও নীলপরি, অদৃশ্য মানুষ, প্রতিহিংসার কবলে, টমের মুখোমুখি নিবারণ ইত্যাদি। তাঁর অতি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থের মধ্যে আছে ঃ কলকাতায় ভূতের আড্ডা, শ্মশানের কান্না, প্রজাপতির ডানা, রূপকথার দেশে, রূপকথার রাজ্যে, আলোর রোশনাই, গল্পের ফুলঝুরি ইত্যাদি। চবনিকা নামে একটি পত্রিকাও বেশ কিছুদিন সম্পাদনা করেছেন। ছোট্টদের প্রিয় পত্রিকা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসাবেও বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। শিশু মূল্যবোধের কথা মাথায় রেখে তিনি সৃষ্টি করেছেন একরাশ ঝকঝকে সাহিত্য।

# বন্যাপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের চেষ্টা অপরাধীকে ধরতে ব্যর্থ হল কাস্টমস

নিজস্ব সংবাদদাতা : সীমান্ত ফেলেই চম্পট দেয় সে। সেই পেরিয়ে গ্রামে ঢোকার সময় এক লোককে সন্দেহ হওয়ায় তাড়া করেন শুষ্ক দফতরের গোয়েন্দারা। সেই ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন নামীদামি পত্র-পত্রিকায় ছাল আর আছে দুটো কালো

<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div></div>
<p><span>*</span> পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে</p> <p><span>*</span> তৃণমূল সরকার ও দলের দুর্নীতির প্রতিবাদে</p> <p><span>*</span> মানুষের নজর যোরাতে তৃণমূলের অপচেষ্টার মুখোশ খুলতে</p> <p><b>বামফ্রন্টের বিক্ষোভ কর্মসূচি</b></p> <p>২৮-৩০ মার্চ রাজ্যব্যাপী সংগঠিত করুন</p> <p><b>২৯ মার্চ কলকাতায় মহামিছিল</b></p> <p>রামলীলা ময়দান থেকে এজেন্সি বোস রোড হয়ে পার্ক সার্কস</p> <p><b>বিকাল ২টা ৩০ মিনিটে শুরু</b></p> <p>সিপিআই’র সকলে ভূপেশ ভবনে ১টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে সমবেত হোন</p> <p><b>৩০ মার্চ রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ</b></p> <p>হাটে বাজারে পাড়ায় মহল্লায় কলে কারখানায় অফিস কাছারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে যেভাবে সম্ভব প্রতিবাদ সংগঠিত করুন</p> <div>বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে যাঁরাই সোচ্চার হতে চান সকলের প্রতি এই কর্মসূচিতে সামিল হবার আহ্বান</div> <p>—স্বপন ব্যানার্জি</p> <p>পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সিপিআই</p>

\* বেকারী বিরোধী দিবসে কাজের দাবিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি

\* রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরে ৬ লক্ষ শূন্য পদে যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ

\* রাজ্যে ৮২০০’র বেশি সরকারি বিদ্যালয় বন্ধের পরিকল্পনা বাতিল

\* সকল নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দ্রুত তদন্ত শেষ করে জড়িত তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের কর্তার শাস্তি

\* শাস্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা

—ইত্যাদি দাবিতে-

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৪ মহকুমা দপ্তরে **বামপন্থী ছাত্র-যুব অভিযান**

কাঁথি : ৩০ মার্চ, জমায়েত বেলা ২টা

হলদিয়া : ৩১ মার্চ, জমায়েত বেলা ২টা

এগরা : ৪ এপ্রিল, জমায়েত বেলা ২টা

<p>ম্যাক্সিম গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধায়</p> <p><b>প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা</b></p> <p><b>৩১ মার্চ পর্যন্ত</b></p> <p><b>গোর্কি সদন</b></p> <p>☐<b>২৯ – ৩১ মার্চ</b><span> </span>: প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন</p> <p>আয়োজনে</p> <p><b>আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এবং সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা</b></p>
---

## বেকারী বিরোধী দিবসে বাম যুব ছাত্রদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা ঃ বেকারী বিরোধী দিবসে মঙ্গলবার বাম যুব ছাত্রদের আহ্বানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চারটি মহকুমায় মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত হল। মূল দাবি ছিল বেকারি বিরোধী দিবসে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, সব বেকারের কাজ,সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ করা চলেবে না, শাস্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে হবে ইত্যাদি। কয়েক শত যুব ছাত্রদের দৃপ্ত মিছিল হাসপাতাল মোড় থেকে মহকুমা শাসক অফিস প্রাঙ্গনে জমায়েত হয়। নেতৃত্ব দেন সৌরাঙ্গ কুইলা, ইব্রাহিম আলি প্রমুখ। ছয় জনের প্রতিনিধিদল মহকুমাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দেন। বক্তব্য রাখেন এ আই ওয়াই এফের জেলা সম্পাদক সৌরাঙ্গ কুইলা, ডি ওয়াই এফের জেলা সম্পাদক ইব্রাহিম আলি, এ আই এস এফের পক্ষে সন্দীপ চক্রবর্তী।



মঙ্গলবার বেকারী বিরোধী দিবসে পূর্ব মেদিনীপুরে বাম যুব ছাত্রদের যুক্ত মিছিল।

ফটো ঃ নিজস্ব

<p><b>বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম ভেঙে সিভিক-অধ্যাপক নিয়োগ</b></p> <p>নিজস্ব সংবাদদাতা<span> </span>: মের নিয়োগ ইস্যুতে বিতর্কে বাঁকুড়া। এবার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ঘিরে সরগরম নেটদুনিয়া। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি। অস্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে বলা হয়েছে, ক্লাস পিছু অধ্যাপকরা পাবেন ৩০০ টাকা। প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪টি করে ক্লাস করা যাবে। অর্থাৎ মাসে ১৬টি ক্লাস। অর্থাৎ সর্বোচ্চ আয় ৪৮০০ টাকা। এদিকে শিক্ষণগত যোগ্যতা পিএইচডি অথবা নেট উত্তীর্ণ হতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তি ঘিরেই শোরগোল শিক্ষ্মমহলে। ওয়ায়কিবল মহলের প্রশ্ন, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে একজন শ্রমিক প্রতিদিন ন্যূনতম পারিশ্রমিক পান ৫০০ টাকা। একজন সিভিক ভলান্টিয়ার মাসিক আয় করেন কমবেশি ৯০০০</p>	<p>হাজার টাকা। সেখানে এক অধ্যাপকের ক্লাস পিছু বেতন কীভাবে ৩০০ টাকা হতে পারে?</p> <p>এ বিষয়ে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর অভিযোগ, এই বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাকে অপমান করা। এ রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত যুবককে অপমান করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে। আমরা ঝিঙ্কার জানাই। সিভিক অধ্যাপক নিয়োগ করতে চাইছে রাজা! এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন অধ্যাপক অশ্বিনেক মহাপাত্র। তাঁর দাবি এই নির্দেশিকায় ইউজিসির গাইডলাইন ভেঙেছে বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ, তিনি ২৮ জানুয়ারি ২০১৯-এর ইউজিসি বিজ্ঞপ্তি বলছে, অতিথি শিক্ষকদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ঘণ্টা ক্লাসের সাস্মানিক ১৫০০ টাকা। তবে এ বিষয়ে মুখ খোলেন বিশ্ববিদ্যালয়।</p>
--	--

## শিশুকে জোর করে ইনজেকশন

## চাকরি গেলমাতাল স্বাস্থ্যকর্মীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিলেন বাবা মা। সেখানেই মত্ত অবস্থায় জোর করে শিশুটিকে ইনজেকশন দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে এক স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার কথা সামনে আসতেই বরখাস্ত করা হয়েছে ওই কর্মীকে। ঘটনাটি ঘটেছে মহারാষ্ট্রের পালঘর জেলায় গত শনিবার। সূত্রের খবর, শনিবার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে তালসারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিলেন শিশুটির বাবা মা। অভিযোগ, সেই সময় এক স্বাস্থ্যকর্মী সেখানে মত্ত অবস্থায় হাজির হয়। অভিযোগ, সে জোর করে চিকিৎসকদের অনুমতি ছাড়াই শিশুটিকে একটি ইনজেকশন দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। হতভাবতই তাতে বাধা দেন শিশুটির বাবা মা। সেই নিয়ে ওই স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে তাঁদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়।

জানা গেছে, ঘটনা দেখতে পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক। তিনি শিশুটিকে পরীক্ষা করে তাকে প্রয়োজনীয় ইনজেকশন দেন। ঘটনার সময় উপস্থিত লোকজন ভিডিও রেকর্ড করতে শুরু করেন। তারপর তা পোস্ট করে দেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরেই তা পড়ে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকের। তারপরেই সোমবার জেলা পরিষদের প্রেসিডেন্ট প্রকাশ নিগমের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হয় ওই কর্মীকে।

<p><b>স্বদেশ-সমাজ আক্রান্ত, সাহিত্য সংস্কৃতি সংকটগ্রস্থ</b></p> <p><b>পরিত্রাণের পথানুসন্ধানে</b></p> <p><b>উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মঞ্চের আহ্বানে কনভেনশন</b></p> <p>১ এপ্রিল বিকেল ৪টে</p> <p>স্থান<span> </span>: বারাসত সুভাষ ইনস্টিটিউট হল</p> <p>বক্তা ঃ রজত বন্দোপাধ্যায়, অসীম বন্দোপাধ্যায়, চন্দন সেন (নাট্যকার) কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর এবং অন্যান্য সভাপতি ঃ অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ</p> <p>আয়োজনে ঃ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ, প্রগতি লেখক সংঘ, ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ, ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ, আদিবাসী অধিকার মঞ্চ, জনবাদী লেখক সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ।</p>	<p><b>স্বদেশ-সমাজ আক্রান্ত, সাহিত্য সংস্কৃতি সংকটগ্রস্থ</b></p> <p><b>পরিত্রাণের পথানুসন্ধানে</b></p> <p><b>উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মঞ্চের আহ্বানে কনভেনশন</b></p> <p>১ এপ্রিল বিকেল ৪টে</p> <p>স্থান<span> </span>: বারাসত সুভাষ ইনস্টিটিউট হল</p> <p>বক্তা ঃ রজত বন্দোপাধ্যায়, অসীম বন্দোপাধ্যায়, চন্দন সেন (নাট্যকার) কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর এবং অন্যান্য সভাপতি ঃ অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ</p> <p>আয়োজনে ঃ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ, প্রগতি লেখক সংঘ, ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ, ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ, আদিবাসী অধিকার মঞ্চ, জনবাদী লেখক সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ।</p>
---	---

## ধর্নাঞ্চল ও তৃণমূল সভার মাঝে টিনের পাঁচিল

১ পৃষ্ঠার পর মনে করছেন যৌথমঞ্চের সদস্যরা।

মেগা সভার আগে মঙ্গলবার বিকেলে কার্যত সরগরম শহিদ মিনার চত্বর। মিনার বরাবর সরলরেখায় দাঁড় করানো টিনের ব্যারিকেডের অস্থায়ী সীমানা তৈরি করা হয়েছে। একদিকে কেন্দ্রের বঞ্চনা, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার বিরুদ্ধে বাড়বাড়ন্তের অভিযোগ-সহ একাধিক দাবিতে সভা করবেন অভিমেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অস্থায়ী ব্যারিকেডের আর এক প্রান্তে সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান মঞ্চ। ডিএ ধরনা মঞ্চের কাছে কেনা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভার মাইক লাগানো হয়েছে, তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক কেনও না ঘটে, সে ভাস্কর ঘোষ। পরে সেই মাইক খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের তরফে।

### শ্রমিক-কর্মী পিএফে সুদের হারে সামান্য বৃদ্ধি

১ পৃষ্ঠার পর

সংস্থায় কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের অবসরকালীন আর্থিক কল্যাণে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। গোড়ায় এই তহবিল পুরোপুরি শ্রম মন্ত্রকের হাতে থাকলেও পরে তা স্বাধীন অছি পরিষদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। এবার আদানি কাণ্ডের জন্যও পিএফের সুদের হারের দিকে নজর ছিল অনেকের। কারণ, পিএফের প্রচুর টাকা আদানিদের বিভিন্ন সংস্থায় খাটছে বলে অভিযোগ। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকে যেভাবে আদানিদের শেয়ার মূল্য ধসছে তাতে পিএফ-এর আওতাভুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা উৎকণ্ঠার মধ্যেই ছিলেন। ১৯৭৭ সাল থেকে কখনও এই হারে সুদের হারের অবনমন ঘটেনি। গতবার যদিও কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক অযোগ্যিত-সহ একাধিক আর্থিক কারণ ব্যাখ্যা করেছিল ইপিএফও। এবার অবশ্য সামান্য হলেও সুদের হার বাড়াল তারা। এটি প্রযুক্তি হবে দেশের প্রায় পাঁচ কোটি শ্রমিক-কর্মচারী।

## বি আর সিং-এ ভয়াবহ আগুন

**স্টাফ রিপোর্টার** :

শিয়ালদহের বি আর সিং হাসপাতালে ভয়াবহ আগ্নিকাণ্ড। জরুরি বিভাগের পাশের ঘর থেকে আচমকাই গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন হাসপাতালে আসা লোকেরা। সেই ঘর থেকে আগুনের

লেলিহান শিখাও নজরে আসে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। জানা গেছে, এদিন দুপুর নাগাদ আগুন লাগার ঘটনা নজরে আসে। ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছেছে। প্রথমে দমকলকর্মীরা বাইরে থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তারপর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন তাঁরা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। কেন আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থাকেই আগুন লেগেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ আন্দাজ করা যায়নি। এই ঘটনার জেরে হাসপাতালে

# ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর বিরোধী ঐক্যের ডাক লিবারেশনের

**স্টাফ রিপোর্টার** : আরএসএস-কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত দানব সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার ভারতে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করতে চায়। রাছল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ তার একটি জুলন্ত উদাহরণ। এই সরকারকে রুখতে ব্যাপকতর বিরোধী ঐক্য দরকার। আর এক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে বামপন্থী দলগুলির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মৌলালি যুবকেন্দ্রে দুদিনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শেষে মঙ্গলবার সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য দলের রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে একথাই বললেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রের ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িক বিজেপি সরকার নেটবন্দি করে দেশের মানুষকে আর্থিক সঙ্কটে ফেলে। জিএসটি চালু করে ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসারীদের শেষ করে দিয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। একে একে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিয়েছে। আদানির শেয়ার মার্কেটে ২০০০০ কোটি টাকার শেয়ার কেলেঙ্কারির প্রতারণা নিয়ে রাছল গান্ধি জেপিসি করে তার আলোচনার দাবি করেন। এটিই তার অপরাধ। কবেকার একটি মামলাকে খাড়া করে তার সাজা ঘোষণা হতেই তাকে সাংসদ পদ থেকে বরখাস্ত করেছে। নজর যোরাতে মোদি সরকার এখন বিরোধী কণ্ঠকে বন্ধ করে দিতে চাইছে। আমাদের দেশব্যাপী ব্যাপক বিরোধী ঐক্য করে দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গর্জে ওঠা দরকার। এদিন শ্রীভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যস্তরে ক্ষমতাসীন অনেক দল তৃতীয় ফ্রন্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা মনে করি এই দানব বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে সবসময় একের বিরুদ্ধে এক ভোট করতে হবে। তা না হলে এই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারকে জায়গা করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, এই আঞ্চলিক দলগুলি যে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তারা যদি সেই রাজ্যে দুর্নীতি করে তার বিরুদ্ধে আলাদাভাবে লড়াই— আন্দোলন জারি রাখতে হবে। তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে কী হচ্ছে? তৃণমূল ও দুর্নীতি যে সমার্থক।

এদিন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিবঙ্গে একদিকে স্বৈরাচারি ও দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকার, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই দুই সরকার বা দলের বিরুদ্ধে লড়তে হলে ব্যাপকতর বামদল ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য চাই।

শ্রীভট্টাচার্য বলেন, পাটনায় আমাদের দলের ১১তম পার্টি কংগ্রেসে ৭৭ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি হয়েছিল। সেই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হয়েছে মৌলালি যুবকেন্দ্রে ২৬-২৭ মার্চ। আলোচনা থেকে ১৭ জনের পলিটবুরো হয়েছে। ১৭ জনের মধ্যে ৫ জন নবাগত। পশ্চিমবঙ্গে অভিজিৎ মজুমদার তার মধ্যে অন্যতম।

এদিন শ্রীভট্টাচার্য বলেন, বামপন্থীদের ব্যাপক জন আন্দোলন ও গণআন্দোলন ঘটতে হবে। ত্রিপুরার নির্বাচনে বিরোধী ঐক্যের দুর্বলতার জন্য কোনওক্রমে বিজেপি বেঁচে গেছে। সেখানে বিজেপি’র ভোট কমেছে ১১ শতাংশ। আসনও কমেছে। বিজেপি একটি ভয়ঙ্কর শক্তি। সংসদে তারা আদানির কোনও আলোচনা করতে চায় না। আদানিকে সবসময় বাঁচানোর চেষ্টা। আর বিরোধীদের ঘায়েল করতে ইডি ও সিবিআইকে ব্যবহার করছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের টানাপোড়েনে বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ করাও অগণতান্ত্রিক। এই মনোভাব রাজ্যবাসীকে অনেকটাই বর্ধিত করে। বিশেষ নাগেগা প্রকল্প বরাদ্দ বন্ধ করা হয়েছে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন দলের পলিটবুরোর সদস্য কার্তিক পাল ও পার্থ ঘোষ, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়ত শেখমুখ, ইন্দ্রানি দত্ত ও বাসুদেব বসু।

# দমকলে নিয়োগ দুর্নীতিতে তাপসের বিরুদ্ধে কি সিবিআই

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নদিয়ার তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে দমকলে নিয়োগ-সহ একাধিক দফতরে চাকরির নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। বাজারের উচ্চ আদালত আদৌ কি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে! তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন বিচারপতি রাজশেখর মাছা। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বিচারপতি বলেন, আদালত সত্য জানতে চায়। যদিও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে তদন্ত করতে দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে এখনও কোনও নির্দেশ দেননি বিচারপতি। কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এই মামলায় তদন্ত করতে দেওয়া হবে কিনা তা তিনি খতিয়ে দেখছেন বলে জানিয়েছেন।

বিভিন্ন সরকারি দফতর, এমনকি দমকলেও চাকরি দেওয়ার নামে তাপসের বিরুদ্ধে প্রায় ১৬ কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল বিধায়ক তাপসের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ইউসুফ আলি। মঙ্গলবার এই মামলাটির শুনানির জন্য বিচারপতি মাস্তুর এজলাসে ওঠে। সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা তাপসের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে প্রস্তুত। তবে বিচারপতি জানান, এই ধরনের অনেক মামলার তদন্ত এখন সিবিআই করছে তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে তদন্তভার দেওয়া যাবে কিনা তা খতিয়ে দেখবে আদালত। রাজ্যের বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, এই মামলায় প্রথমে তদন্ত শুরু করে দুর্নীতি দমন শাখা। সময় মতো চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। দুপক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি জানান, আদালত সত্য জানতে চায়। মামলাকারী আইনজীবী এই দুর্নীতিতে সিবিআই বা ইউজিে দিয়ে তদন্তের আর্জি জানান। কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানান, ইডি এবং সিবিআই এই ধরনের অনেক মামলার তদন্ত করছে। আদালত অনুমতি দিলেই তারা তদন্ত করবে। এর পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা এই ঘটনার তদন্ত করবে কিনা তা খতিয়ে দেখবে আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী বৃহস্পতিবার। ওই দিন এই সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে আদালত।



উত্তর দমদম পৌরসভার সামনে বামফ্রন্টের ডাকে পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলী সদস্য গাাঁচাটার্জি, প্রবীণ সিপিআই নেতা রুইদাস সাহারায়। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সহ-সম্পাদক শিব শঙ্কর গাঙ্গুলী এবং আঞ্চলিক সম্পাদক দীপক দাস। সভার সঞ্চালক ছিলেন প্রবীণ সিপিআইএম নেতা সুরঞ্জন ত্রিপাঠী। সভায় ভালো সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি এলাকায় সাড়া ফেলেছে।

ফটো ঃ নিজস্ব



# পুষ্টিকর, ওষুধি গুণসম্পন্ন লৌকিক—সুগন্ধি ধানের চাষ প্রসারে অন্ন উৎসব

শায়েস্তা খাঁ

আমরা ইলিশ উৎসব, আম উৎসব দেখে আসছি, কিন্তু অন্ন উৎসব এক ব্যতিক্রমী মহোৎসব। নদীয়া জেলার হাঁসখালি ব্লকের গোপালনগরে একটি উৎসবের আয়োজন করেছিল গোপালনগর ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। অন্ন উৎসবের লক্ষ্য হারিয়ে যাওয়া ফোক রাইস বা লৌকিক ধানগুলি পুনরায় কৃষকদের মধ্যে ফিরিয়ে আনা। কারণ এই ধানগুলি আবহাওয়া, খরা, বন্যা, নোনা সহনশীল। অতি পুষ্টি এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন। তার মধ্যে বেশ কিছু ধান অ্যান্টি ক্যান্সার, অ্যান্টি ডায়াবেটিক, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। চাষের উৎপাদন খরচা কম, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। ফলে সম্ভাবনা ব্যাপক।

অন্ন উৎসবে ৩৬ রকম প্রজাতির লৌকিক ধান প্রদর্শিত হয়। শুধু প্রদর্শনী নয় মেলায় আয়োজকরা কৃষি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে। মেলায় আগত অতিথি এবং সাধারণ মানুষদের সুগন্ধি ধানের বিভিন্ন রকম খাবার খাওয়ানো হয়। লক্ষ্য লৌকিক ধানের প্রসার।

উল্লেখ্য আমাদের রাজ্যে দশ হাজার

প্রজাতির ধান চাষ হতো। যার ৯৯ শতাংশ হারিয়ে গেছে। ১৭ বছর আগে ড.অনুপম পাল তৎকালীন এ ডি এ ফুলিয়া এপ্রিকালচারাল ট্রেনিং সেন্টার তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৪০০ রকম হারিয়ে যাওয়া ধানের প্রজাতি সংরক্ষণ করেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ব্ল্যাক রাইস বা কালো ধান।



ড. অনুপম পাল

আমাদের দেশে যতগুলো দেশি চাল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর হল ব্ল্যাক রাইস বা কালো চাল। এই কালো চাল অ্যান্টি ক্যান্সার, অ্যান্টি ডায়াবেটিক, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। ২০০৮ সালে ফুলিয়া এটসির হাত ধরে যে কাজ শুরু হয়েছিল কৃষি বিজ্ঞানী ড. অনুপম পালের হাত ধরে সেই কালো চালের উৎপাদন আজ ৪০০ টন ছাপিয়ে গেছে। দিন দিন তার প্রসার ঘটছে। আমরা এই দেশি লৌকিক চাল



## সুগন্ধি, পুষ্টিকর চালের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগ

বিষয়ে কথা বলেছিলাম নদীয়াজেলা কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর পিডি আত্মা ড. অনুপম পাল—এর সঙ্গে। তিনি জানান ফুলিয়া এটসি ২০০৮ সালে ৪০০টি দেশি প্রজাতির ধান সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং সম্প্রসারণে গবেষণা শুরু করে। তাতে দেখা যায় ব্ল্যাক রাইস বা কালো চাল সবচেয়ে পুষ্টিকর, অতি ঔষধিগুণসম্পন্ন। যার চাহিদা দেশজুড়ে। শুধু তাই নয় এই চাল অতি সুস্বাদু। ড.অনুপম পাল আরো জানান এর পাশাপাশি কেরালা সুন্দরী, বহুরূপী, মধুমাল, কেশব সাল, রাবণ সাল, মেঘ ডুগুড়া, এছাড়া গোবিন্দভোগ, রাখা তিলক, রাধুনি পাগল, কালো জিরা, তুলাই পাঞ্জি দেশি ধান পশ্চিমবঙ্গে একসময় চাষ হতো। এখনো তার সম্ভাবনা ব্যাপক। এর বীজ কিনতে হয় না, উৎপাদন খরচাও কম। সচেতনভাবে চাষ করতে পারলে বিয়ে প্রতি জমিতে ১৬ থেকে ১৮ মন ফলন পাওয়া যায়। আধুনিক মিলের চককে চালে স্বাস্থ্যহানির সমস্যা থাকলেও এই দেশি চাল পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তিনি

উল্লেখ করেন ১৯৩৫ সালে গান্ধিজি ‘হরিজন পত্রিকা’য় বলেছিলেন আধুনিক চকচকে চালে স্বাস্থ্যহানির, খাদ্যের সমস্যা হবে। তাই বর্তমানে ঘটছে। রোগ ভোগ বাড়ছে, প্রধান খাদ্য আজ আর পুষ্টিকর নয়। কারণ ধানের খোসাতেই থাকে পুষ্টিগুণ। ৬০ শতাংশ পুষ্টি বিনষ্ট হয় চাল চকচকে করার জন্য। তাই চালকে স্বাস্থ্যসম্মত করতে হলে চালের ওপরের খোসা যেন থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, দেশি বিদেশি বাজারে সুগন্ধি অর্গানিক চালের ভালো বাজার আছে। রপ্তানির সম্ভাবনা তাই ব্যাপক। আমাদের রাজ্যে যে ৪০০ টন কালো চাল বা ব্ল্যাক রাইস উৎপাদন হচ্ছে, এবং গোবিন্দভোগ চালের আশি শতাংশই ভিনরাজ্যে বিশেষত দক্ষিণ ভারতে চলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে কালো চালের গুঁড়ো থেকে তৈরি ছাতু বিশেষ বাজার পেয়েছে। এই প্রক্রিয়াকরণ শিল্পটি গড়ে উঠেছে গড়বতায়। যে সংস্থাটি ফাঁসাই পেয়েছে। সুগন্ধি চালের মুড়ি, চিড়ে, চাওমিন—এর

### পর্যবেক্ষক

কদর উত্তরোত্তর বাড়ছে।

আমরা সুগন্ধি ধানের বিষয়ে কথা বলেছিলাম বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে। তিনি জানান বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১২–১৩ বছর গবেষণা এবং সম্প্রসারণের কাজ চলছে সুগন্ধি চালের বিষয়ে। ২০০৯ সাল থেকে গোবিন্দভোগ, রাখাভিলক, রাধুনি পাগল, কালো জিরে প্রজাতি নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ চলছে। শুধু প্রশিক্ষণ নয়, প্রয়োজনীয় বীজ এবং উপকরণ প্রদানেরও কাজে চলছে। তিনি জানান এই লৌকিক ধানগুলো আমাদের রাজ্যে পৌরাণিক যুগ থেকেই আছে। গত ৫০ বছরে বিভিন্ন কারণে তা হারিয়ে যেতে বসেছিল। তা আবার ফিরে পেতে যৌথ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। নদীয়ার চাকদহ, হরিণঘাটা, হাঁসখালি ব্লকে গোবিন্দভোগের চাষ পুনরায় বাড়ছে। শান্তিপুরে রাখাভিলকের প্রসার হচ্ছে। কৃষকরা যেন এই সুগন্ধি ধানের

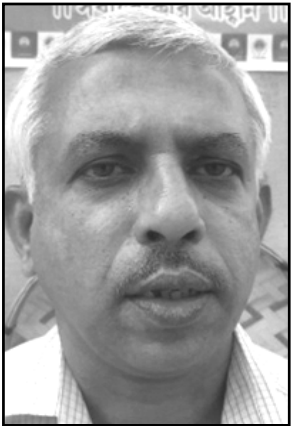
উৎপাদন বাড়াতে পারে তার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি গোবিন্দভোগ প্রজাতির জি আই প্রাপ্তি ঘটেছে ২০১৭ সালে।

উল্লেখ্য আমাদের রাজ্যের বর্ধমানের রায়না এক ও দুই ব্লক, নদীয়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সুগন্ধি ধানের প্রসার ঘটছে। সমস্যা প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলেন প্রয়োজন সুগন্ধি চাল ভাঙ্গানোর অত্যাধুনিক রাইস মিল। যেখানে ধানের খোসা সুরক্ষিত থাকবে। সুরক্ষিত থাকবে গন্ধ এবং পুষ্টি। একই সঙ্গে উন্নত প্যাকেজিং ও ড্রায়ারের ব্যবস্থার ও প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

জৈব সুগন্ধি ধানের উৎপাদন প্রসঙ্গে ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ জানান এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণী খামারে এবং নদীয়ার উদানগরে। জৈব সুগন্ধি ধান চাষের স্বীকৃতি হিসেবে মিলেছে ইউনিয়ন অর্গানিক লোগো। যে অর্গানিক রাইসের কদর আজ বিশ্বজুড়ে। এখন প্রয়োজন কৃষকদের মধ্যে সুগন্ধি ধান চাষের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রয়োজনীয় রাইস মিল গড়ে

মেলায় এই কালো ধানও প্রদর্শিত হয়। অন্ন উৎসবে ফোক রাইসের প্রক্রিয়াকরণে অত্যাধুনিক রাবার হালারের এবং উন্নতমানের ড্রায়ারের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার উঠে আসে। মেলায় ছটি ব্লকের ছটি ফার্মার্স প্রডিউসার সেন্টারের চার হাজার কৃষক তিন দিনে অংশ নেন। এই

ব্যতিক্রমী অন্ন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ড. অনুপম পাল, ডেপুটি ডাইরেক্টর, কৃষি বিভাগ, নদীয়া, পিডি আত্মা, লৌকিক ধান সুরক্ষা, গবেষণায় এবং সম্প্রসারণে রাজ্যে যার ভূমিকা অপরিসীম, উপস্থিত ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সুগন্ধি ধানের প্রসারে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন ২০০৯ সাল থেকে। গোবিন্দভোগ চালের জিআই এসেছে মূলত তার প্রচেষ্টাতেই। জৈব ধানের উদ্যোক্তাও তিনি। ফলে মিলেছে ইন্ডিয়ান অর্গানিক লোগো। উপস্থিত ছিলেন নাবাডের নদীয়া জেলার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক অমৃত চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক এর নদীয়া জেলার আর এম শান্তনু বাগচি, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের এলডিএফ তপু দত্ত, নদীয়া কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের শুভ্রজ্যোতি প্রামাণিক, গোপাল নগর ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক নিমাই মণ্ডল, প্রেসিডেন্ট সবিতা মল্লিক বিশিষ্টজনেরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় অন্ন উৎসবে।



ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ

তোলা, উন্নত প্যাকেজিং—এর ব্যবস্থা করা, সরকারি বেসরকারি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি উপকরণ সর্বোপরি উন্নত কৃষি প্রযুক্তি তাদের হাতে তুলে দেওয়া। আর যে বিষয়টি সর্বাত্মে দেখতে হবে তা হল কৃষকরা যেন সুগন্ধি ধান চাষ করে লাভবান হয় তার সূচার পরিকল্পনা গড়ে তোলা। তবেই খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, পরিবেশ সহনশীল লৌকিক দেশি সুগন্ধি পুষ্টিকর ধান ফিরে পাবে তার পুরনো আসন, হারানো সম্পদ।

## দলিত, খেতমজুররাই সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে, আর তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত, শোষিত, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন

# জোটবদ্ধতাই পারে দৈন্য দশার অবসান ঘটাতে

সুরত সরকার

প্রতিটি ক্ষেত্রে দলিত, আদিবাসী, খেতমজুররাই সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে। তাদের শ্রমেই চলছে প্রতিটি কর্মকাণ্ড, উৎপাদন প্রক্রিয়া। আর তারাই শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারের শিকার, তারাই গরিব মানুষ, এই শ্রমজীবী মানুষগুলোই চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই দৈন্য দশার পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়োজন জোটবদ্ধতা, সংহতি, লড়াই, সংগ্রাম।

২১ মার্চ ২০২৩ ভূপেশ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়ন আয়োজিত খেতমজুর, দলিত কনভেনশনে কিভাবে দলিত এবং খেতমজুররা চরম বঞ্চনা, অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন তার নানান দিক তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে গরীব মানুষগুলো জোটবদ্ধ, সম্বন্ধবদ্ধ হলে যাদের নীতিতে, আদর্শে স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছরেও এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটল না, তাদের বদল করাও অসম্ভব নয় এই প্রসঙ্গগুলোও উঠে আসে কনভেনশনে।

কনভেনশনে মূল দাবি ছিল ১০০ দিনের কাজ ২০০ দিন, দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি, মনরেগা প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো যাবে না, উল্লেখ্য ২০০৫ সালে মনরেগা প্রকল্প সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে গরিব দলিত, আদিবাসী এবং খেতমজুর মহিলা এবং পুরুষরা সময়-অসময়ে এই কাজে যুক্ত হবার ফলে তাদের হাতে বাড়তি পয়সা এসেছে। রোজগার বেড়েছে। তাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। এই প্রকল্পের হাত ধরে শ্রেণি বৈষম্য অনেকাংশে কমেছে। মনরেগা প্রকল্প শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। গত কয়েক বছর ধরে এই প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক দল নানা অজুহাতে এই প্রকল্পটাই উঠিয়ে দিতে চাইছে, আর রাজ্যের শাসক দল বহুমুখী দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এই কনভেনশন তার তীব্র প্রতিবাদ করে এই প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি বন্ধের সুদৃঢ় দাবি উত্থাপন করে।

এই কনভেনশন দাবি করে দেশ জুড়ে দলিত হত্যা, দলিত নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, জল, জঙ্গল, জমির অধিকার আইন দেশজুড়ে লাগু করা। এই কনভেনশন থেকেই দাবি করা হয় প্রতিজন ভূমিহীন দলিত, খেতমজুরকে ১০ ডেসিমেল করে জমি প্রদান করতে হবে, এবং প্রতিটি আবাস যোজনার ঘর তৈরির জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

কারণ একটা বড় অংশের দলিত এবং খেতমজুরদের নিজস্ব জমি নেই বলে আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দাবি করা হয় পুঁজিপতিদের জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে জমি প্রদান করে, দলিত, খেতমজুরদের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে জমি বিলি নয় কেন? এই কনভেনশন থেকেই উঠে আসে ৩.৫ শতাংশ হারে গরিব, প্রান্তিক কৃষক খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। ফলে খেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে বহুমুখী সংকট। ২০২১–২২ সালে ১২০০ দলিতকে হত্যা করা হয়েছে। অত্যাচারের পরম্পরা চলছে। গত পাঁচ বছরে দেশ রক্ষায় যত সৈনিক মারা গেছেন, তার চেয়েও অনেক বেশি দলিত, খেতমজুর বহুমুখী কারণে মারা গেছেন এই দেশে। দেশের মোট জেল বন্দির পঞ্চাশ শতাংশ দলিত পশ্চাৎপদ মানুষ। কেন্দ্রীয় শাসকদল কর্পোরেটের হাতে দেশ ছেড়ে দিয়েছে। আগে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলোতে রিজার্ভেশন ছিল। সামান্য হলেও চাকরি হতো। বেসরকারি উদ্যোগে রিজার্ভেশন—এর ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। কনভেনশনে বেসরকারি ও কর্পোরেট—এর প্রতিটি ক্ষেত্রেও দলিত এস সি এবং এস টি

রিজার্ভেশন—এর দাবি উঠে আসে। জুডিশিয়াল ক্ষেত্রেও রিজার্ভেশন—এর দাবি প্রাধান্য পায় কনভেনশনে।

এই কনভেনশন থেকে ‘কর্পোরেট ভারত ছাড়ো’ এই দাবি সুদৃঢ় করতে দলিত, আদিবাসী, খেতমজুরদের রাস্তায় নামার আহ্বান জানানো হয়। বর্তমান শাসক দল গত ৮–১০ বছরে পুঁজিপতিদের সম্পত্তির পরিমাণ ১০০০ গুণ বাড়তে সহায়তা করেছে। ৯৯ শতাংশ ধনসম্পদ আজ ১ শতাংশ পুঁজিপতির হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র, বন, জল, জমি, জঙ্গল, খনি, খাদান, প্রাকৃতিক সম্পদ সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে কর্পোরেটের কাছে। পুঁজিপতিরা লুটেপুটে খাচ্ছে এই দেশ। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল দলিত—এসসি এসটির মানুষেরা, আজ তারাই সব থেকে সংকটে, বৃহৎ অংশের গরিব মানুষের স্বার্থেই দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। কাজকর্ম নেই, নিরাপত্তা নেই, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, আবাস ব্যবস্থা সংকটে।

ক্ষমতাসীন সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে

এবং দলিতদের রিজার্ভেশন—এর ব্যবস্থা করা, মজুরি প্রদানে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা, সর্বকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা, কর্পোরেট ভারত ছাড়ো, এই স্লোগানকে কার্যকরী করা, ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ মে ‘বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও’, ‘নৈরাজ্যের

চলছে। এখন পর্যন্ত তা মাত্র দুই শতাংশের হাতে পৌঁছেছে। এই সরকার জনগণনা করতে চাইছে না কারণ তাতে দেশের প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসবে। শ্রমজীবী মানুষদের জন্য সর্ব কল্যাণমূলক আইন আজও চালু হলো না। শুধু দেশের নয় রাজ্যের অবস্থাও অতন্ত জটিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে বার্থে এখানকার সরকার। মানুষ চায় নিজে রোজগার করতে, মৌলিক সমস্যাগুলো নিজে মেটাতে। ভিক্ষা কখনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কনভেনশনে রাজ্য সরকারের বহুমুখী দুর্নীতি, দলবাজি বিষয়গুলিও উঠে আসে।

সব মিলিয়ে দেশের বৃহৎ অংশের দলিত, আদিবাসী, খেতমজুরদের অবস্থা অতন্ত সংকটাপন্ন।

কনভেনশন থেকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ৩০ মে দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে খেতমজুরদের মহাধর্মার কথা ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ মে ‘বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও’, একই সঙ্গে ‘নৈরাজ্যের টিএমসি হটাও’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশ এবং রাজ্যব্যাপী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে যে পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে তাকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়। এই পদযাত্রাটি যেন প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছায়, জনসংযোগ প্রক্রিয়া যেন দৃঢ় হয়, শ্রমজীবী মানুষজন যেন সংঘটিত হয়, ভরসা পায় তার সমস্ত পরিকল্পনা করে এগোনোর আহ্বান জানানো হয়। জনসংখ্যার ৭৮ শতাংশ দলিত আদিবাসী খেতমজুর গরিব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলেই দেশের, রাজ্যের বর্তমান অচল অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে করে দলিত, খেতমজুর কনভেনশন।

খেতমজুর, দলিত কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন খেতমজুর ইউনিয়নের সর্বভারতীয় নেতা ডি এস নির্মল, খেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক তপন গাঙ্গুলি। তাছাড়া দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি, সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সহ-সম্পাদক সুবীর মুখার্জি, বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি, প্রভাস পাত্র, মনোরঞ্জন মণ্ডল, নিহার মুখা। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন গোলাম মুস্তাফা রহমান।

## দাবি এবং আন্দোলন সূচি

মনরেগা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ ২০০ দিন করা, দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি, কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো চলবে না, দেশজুড়ে দলিত হত্যা দলিত নির্যাতন বন্ধ করা, জল-জঙ্গল-জমির অধিকার আইন দেশ জুড়ে লাগু করা, ভূমিহীন দলিত, সরকারি

উদ্যোগে খেতমজুরদের ন্যূনতম ১০ ডেসিমেল করে জমি প্রদান করা, আবাস যোজনায় ঘর নির্মাণের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা, সরকারি ক্ষেত্রের মতো বেসরকারি ক্ষেত্রেও রিজার্ভেশন এর ব্যবস্থা করা, জুডিশিয়াল ব্যবস্থায় খেতমজুর

টিএমসি হটাও’ সিপিআইয়ের ডাক সফল করা।

সর্বোপরি উল্লেখিত দাবিসমূহকে সামনে রেখে খেতমজুর ইউনিয়ন এর ডাকে ৩০ মে দিল্লির মহাধর্মার সফল করার দাবি এবং কর্মসূচি সমূহ উঠে এসেছে কনভেনশন থেকে।



## কালান্তর

## সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৬৯ সংখ্যা □ ১৪ চৈত্র ১৪২৯ □ বুধবার

## শেষের শুরুতে

## ব্যর্থ নাটক

একের পর এক দুর্নীতি ও কলেঙ্কারিতে রাজ্যের তৃণমূল দল ও সরকার ক্রমাগত জেরবার হয়ে উঠছে। একদিকে, যেমন একের পর এক কোর্টের রায়ে তারা দিশেহারা। তেমনই মানুষও সকল ভয় ভীতি জয় করে নিজের নিজের মতো করে পথে নেমেছেন এবং অকুতোভয়ে ময়দান ছাড়ছেন না। এতদিন ধরে বামপন্থীরা যা বলে এসেছেন আজ সেসব প্রমাণ হয়ে চলেছে। এমনকি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য শাসকদের বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যানের রায় দিতেও শুরু করেছেন। তাই, রাজ্য শাসক, যারা এতদিন মানুষকে ভয় দেখিয়ে বাজারজাত করে এসেছে, আজ নিজেরাই যে ভীত হয়ে পড়ছে তা ওদের শারীরী ভাষায় (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) ফুটে উঠছে। আর, তত তারা নানা কল্পকাহিনী ছড়ানোর আশ্রয় নিচ্ছে।

ইদানিং তারা বামফ্রন্টের আমলে কেমন করে কোন নেতার মাধ্যমে কতজনের চিরকুটে চাকরি হয়েছে তেমন সব অভিযোগ ছুঁড়তে শুরু করেছে। আর, তারজন্য নানা সব নথি দেখাচ্ছেন। মজার ব্যাপার যেগুলি তৎকালীন সরকারি আদেশনামা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের সেসবের নিশ্চয়তার নথি। অপবাদ, মিথ্যা ও নিজেদের বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করতে গিয়ে জাল অভিযোগ করার ক্ষেত্রেও সাবধানতার কথা ভুলে যাচ্ছেন।

কিন্তু, বিষয়টি তারচেয়েও বড়। যা রাজ্যবাসীর কাছে আসল প্রশ্ন। তাহল বামফ্রন্টের আমলে তৃণমূল নেতাদের অভিযোগ মতো কোনো ঘটনা যদি ঘটে থাকে তাহলে আজ যদি জনসমক্ষে তার নথি দেখাতে পারেন তাহলে এতদিন তার কোনও তদন্তের আদেশ দেননি কেন? ১১ বছর সময়টি তো খুব কম নয়। আজ নিজরা ধরা পড়ে যাবার পর এসব কথা মনে পড়ছে! অবশ্য, ক্ষমতায় এসে বামপন্থীদের সাফাই অভিযানে কম নেতার নামে কম মামলা করেননি তারা। কিন্তু, অদৃষ্টের পরিহাস হল একটাও প্রমাণ হওয়া তো দূরস্থান সেসব মামলার তারিখ পড়লে শাসকপক্ষ কোর্টে হাজিরা পর্যন্ত দেন না। বিচারকের প্রশ্নের মুখে মিথ্যা প্রমাণিত হবার ভয়ে।

কিন্তু, তারচেয়েও বড় প্রশ্ন হল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোনো অন্যায় হয়ে থাকলে তা থেকে বঙ্গবাসীকে মুক্ত করার জন্যই তো মানুষ তাদের ক্ষমতায় এনেছিলেন। নিজেদের লাগামহীন অপরাধের লাইসেন্স দিতে নয়। অপরে অপরাধ করলে তা দিয়ে কি নিজের অপরাধ করার সাফাই দেওয়া যায়? অনেক দেরি হয়ে গেছে তৃণমূলের বন্ধুরা! এখন আর কোনো নাটকে কাজ দেবে না। বামপন্থীদের সম্পর্কে মিথ্যে অপবাদেও না। তাই, সময় কি শেষের শুরুর ইঙ্গিত দিচ্ছে!

## সাড়ে ৩ দশক পরে আবার খালিস্তানের রব (১)

## কে এই অমৃতপাল সিং

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ অমৃতপাল সিং নামে এক শিখ যুবক পাঞ্জাবে তো বটেই সারাদেশেই তোলপাড় ফেলে দিয়েছেন। কারণ, তার নেতৃত্ব পাঞ্জাবে নতুনভাবে খালিস্তান আন্দোলন সংগঠিত হয়ে উঠছে। এবং এরজন্য সশস্ত্র বাহিনীও নাকি গড়ে তোলা হচ্ছে। সেহেন অমৃতপাল সিংকে পাঞ্জাব পুলিশ তো বটেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কেউ নাকি খুঁজে পাচ্ছে না। আর, প্রতিদিনই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কেমন করে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী জাল বিছাচ্ছে এবং সেই জালে ধরা না দিয়ে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কেমন করে অমৃতপাল এখন থেকে সেখানে গা ঢাকা দিতে সফল হচ্ছে তার নানা মুখরোচক গিল্লার প্রকাশিত হচ্ছে।

কিন্তু, বিষয়টি কোনো গিল্লারের খোরাক নয়। তারচেয়ে অনেক বড় এবং ভিন্ন মাত্রার গুরুত্বপূর্ণ। যা ইতিমধ্যেই দুটি গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাহল ১) এ কেমন ‘মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়’? যারা একজন গা ঢাকা দেওয়া রিং লিডারকে ধরতে পারে না সেই টোকিদারের হাতে দেশ কেমন নিরাপদ? ২) হঠাৎ দীর্ঘ সাড়ে ৩ দশক পরে কি এমন ঘটনা যে সুপ্ত খালিস্তান আন্দোলন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো?

খালিস্তান আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ফিরে দেখা : শিখধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠন ছিল খালিস্তান আন্দোলনের লক্ষ্য। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের আনন্দপুর সাহিবে স্বাধীন খালিস্তানের ঘোষণা হয়। ভারত ও পাকিস্তানের পাঞ্জাব নিয়ে প্রস্তাবিত সেই পৃথক শিখ রাষ্ট্রের মধ্যে পরবর্তীকালে ভারতের হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের

অংশ বিশেষকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম সভাপতি হন জগজিৎ সিং চৌহান। রাশ ক্রমেই চলে যায় জার্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের হাতে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরকেই তিনি করে তোলেন ডেরা। সরকারি হিসেবে খালিস্তানি আন্দোলনে নিহত হয়েছিলেন ১ হাজার ৭১৪ জন নিরাপত্তারক্ষী, ৭ হাজার ৯৪৬ জন জঙ্গি এবং ১১ হাজার ৬৯০ জন সাধারণ নাগরিক। বেসরকারি হিসাব অনেক বেশি। অবশেষে ১৯৮৪ সালের জুন মাসে শুরু হয় ‘অপারেশন ব্লু স্টার’। স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযানে নিহত হন ভিন্দ্রানওয়ালে। ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ে আন্দোলন। যদিও তার মাশুল দিতে হয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে। নিজ গৃহে শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তাঁর শরীর, ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবরে।

সেসময় পাঞ্জাবের কমিউনিস্ট পার্টির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে ২ শতধিক প্রাণকে শহিদত্ব বরণ করতে হয়। দেশের কমিউনিস্ট, বাম, প্রগতিশীল ও পরিবর্তনের আন্দোলন আজও তা ভুলে যায়নি। গড়ে উঠেছিল পাঞ্জাব সংহতি পরিষদ ও সংহতি তহবিল প্রখ্যাত কমিউনিস্ট দম্পতি সংপাল ডাং ও বিমলা ডাংয়ের অকুতোভয় নেতৃত্বে। কলকাতাতেও সংগঠিত হয় বিশাল সংহতি মিছিল ও জেলায় জেলায় সংগঠিত হয় সংহতি অনুষ্ঠান। রক্ত দিয়ে লেখা হয় দেশের সংহতি ও পাঞ্জাবের শহিদদের নাম।

**সামাজিক প্রেক্ষাপট :** সবুজ বিপ্লবের সুফল সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে। সত্তর দশকের শেষাশেষি সবুজ বিপ্লবের সুফল ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় দেশের নীতিনির্ধারণেরকা পাঞ্জাবে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠায় অনাগ্রহী

ছিলেন। তার ওপর একদিকে, সোনা ফলানো কৃষিজমি অন্যদিকে, শিল্প প্রসারে উর্বর কৃষিজমি কমে যাবার ভীতি । এরসঙ্গে ভারতে কৃষি আয় আয়করমুক্ত। ফলে কালের স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম নেয় ছদ্ম বেকারত্ব। ক্রমেই দেখা দিতে থাকে আর্থসামাজিক অসন্তোষ। আজকের পাঞ্জাবে কৃষি সমৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে হতাশা ও পুঞ্জীভূত নানা ক্ষোভ। হতাশার সুযোগে ইদানিং রাজ্যে শুরু হয়েছে মাদকের দাপাদাপি। অবস্থা এতটাই গুরুতর যে এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঞ্জাবের প্রধান সমস্যা।

**কে এই অমৃতপাল :** প্রথম উদয় হন পাঞ্জাবি সিনেমার জনপ্রিয় তরুণ অভিনেতা সন্দীপ সিং সিধু। যুব সম্প্রদায়কে আর্থসামাজিক পরিবর্তন আনার স্বপ্ন ফেরি করে ২০১৯ সালে যোগ দেন বিজেপিতে। লোকসভা ভোটে হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা ধর্মেন্দ্র পুত্র বিজেপি প্রার্থী সানি দেওলের প্রচারে যুক্ত হন। পরের বছর আবার আচমকাই কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হবার কথা বলেন। আবার, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি গড়ে তোলেন এক আধা রাজনৈতিক সংগঠন। নাম দেন ‘ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে’ (পাঞ্জাবের উত্তরাধিকারী)। কৃষক আন্দোলনের দিল্লি অভিযানের সময় এই সন্দীপ সিং সিধুই লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা নামিয়ে তুলে দিয়েছিলেন শিখ খালসার ‘ধর্ম পতাকা নিশান সাহিব’ মনে পড়ে কি! পরিচিত ছিলেন ‘দীপ সিধু’ নামে। ২০২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবে এক সড়ক দুর্ঘটনায় দীপ সিধুর মৃত্যু হয় মাত্র ৩৮ বছর

বয়সে।

সেই শূন্যতা পূরণ করেন এই অমৃতপাল সিং। পাঞ্জাবি সমাজ ও রাজনীতিতে যে নাম গত বছরের সেপ্টেম্বরের আগে কেউ কোনো দিন শোেননি। অমৃতপালের আবির্ভাব অনেকটা ধুমকেতুর মতো। দীপ সিধুর সংগঠনের দায়িত্ব নিজের মতো করে তুলে তিনি দাবি করেছিলেন, প্রয়াত অভিনেতার সঙ্গে তিনি নাকি শুরু থেকে ছিলেন। কিন্তু কেউ কোনো দিন তাঁকে দেখেনি। এমনকি, দীপের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও নন। তিনি এতটাই অপরিচিত ছিলেন যে গোয়েন্দারাও তাঁকে যাচাই করার কোনো সুযোগ পাননি (না কি যাচাই করেনি!)। ২০১২ সাল থেকে অমৃতপাল দুবাইয়ের বাসিন্দা। সেখানে গাড়ি চালাতেন। ২০২২ সালের শেষার্ধ্বে পাঞ্জাবে ফেরেন। শিখ সম্প্রদায়ের হৃতগৌরব ফিরিয়ে পৃথক শিখ রাষ্ট্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। পাঞ্জাবে সাড়ে তিন দশক পর আবার বললেন যে ভিন্দ্রানওয়ালের অসমাপ্ত সংগ্রাম নতুনভাবে শুরু করাই তাঁর ধর্ম। ভিন্দ্রানওয়ালের সঙ্গে চেহারায মিল থাকার দৌলতে হতাশাপ্রস্তু যুবাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি চলে যান মোগা জেলার রোড গ্রামে, যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন ভিন্দ্রানওয়ালে। সেখানেই দস্তর বন্দি অনুষ্ঠানে ভিন্দ্রানওয়ালের ঢঙে পাগড়ি বেঁধে তাঁর মতো পোশাক পরে নিজেকে তিনি জাহির করেন দ্বিতীয় ভিন্দ্রানওয়ালে হিসেবে। একই সঙ্গে তুলে নেন ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে’র দায়িত্বও। অর্থাৎ এ আবার সেই সমস্ত মৌলিক সমস্যাকে জাতিদান্তিকতার মোড়কে মুশকিল আসান করার রচিন স্বপ্ন দেখানোর পুরানো খেলা।

## দেশ দুনিয়ার অর্থনীতি

## বিশ্ব শেয়ার বাজারে ক্রমাগত দর পতন

পর্যবেক্ষক

ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বড় বড় শেয়ারবাজারগুলোয় বিনিয়োগকারীরা এখন প্রবল স্নায়ুচাপে ভুগছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরপর দুটি ব্যাংক বন্ধ এবং সুইজারল্যান্ডের একটি ব্যাংক বিক্রি হয়ে যাওয়ায় দেশে দেশে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীরা যেন আত্ম হারিয়ে ফেলছেন। আতঙ্কে অধিকাংশ বিনিয়োগকারীই শেয়ার ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে শেয়ারবাজারগুলোয় বিশেষ করে ব্যাংকের শেয়ার দরে ব্যাপক হারে পতন ঘটছে। সপ্তাহের শেষ লেনদেন দিবস শুক্রবার ইউরোপে যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্স, এশিয়ায় জাপান, হংকং, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের শেয়ারবাজারের মূল্যসূচক কমেছে।

এদিন সবচেয়ে বেশি পতন দেখেছে জার্মানির শেয়ারবাজার। সেখানে দয়েশে ব্যাংকের শেয়ারের দর একপর্যায়ে তো ১৪ শতাংশ কমে যায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ব্যাংকের শেয়ারের দামে বা লোকসানের প্রবণতা দেখা গেছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে জার্মানির কর্মার্জব্যাংক, ফ্রান্সের সোসাইটি জেনারেলের শেয়ার দর ৬ শতাংশ করে পড়েছে। যুক্তরাজ্যে বার্কলেস ব্যাংকের শেয়ার দরে পতন ঘটেছে প্রায় ৫ শতাংশ। দিনের লেনদেনের শুরুতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারেও নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সেখানে মর্গ্যান স্ট্যানলি, জেপি মরগান চেজ, গোল্ডম্যান স্যাকচ, ওয়েলস ফার্গো, ব্যাংক অব আমেরিকাসহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম ১ থেকে ২ শতাংশ কমেছে। তবে দেশটির আঞ্চলিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংক, প্যাকওয়েস্ট ব্যাংক করপোরেশন, ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্স ব্যাংক করপোরেশন, টুইস্ট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারদর ১ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে শুক্রবার যুক্তরাজ্যে এফটিএসই ১০০ সূচক ১ দশমিক ৫৫ ও এফটিএসই সূচক ১ দশমিক ৪৫ শতাংশ কমেছে। ফ্রান্সের সিএসি ৪০ সূচক ২ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ, জার্মানির ড্যাক্স ২ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, স্পেনের আইবিইএক্স ৩৫ সূচক ২ দশমিক ২৫ শতাংশ ও নেদারল্যান্ডসের এইএক্স ১ দশমিক ৭১ শতাংশ পড়েছে। প্যান ইউরোপিয়ান সূচক ইউরোস্টকস ৫০ কমেছে ২ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের ডাউজোল সূচক শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ, ন্যাসডাক সূচক শূন্য দশমিক ৬১ শতাংশ ও এস অ্যান্ড পি ৫০০ সূচক দশমিক ৫৬ শতাংশ পাচ্ছে।

এশিয়ার শেয়ারবাজারগুলোর মধ্যে জাপানের নিক্কেই ২২৫ সূচক দশমিক ১৩ শতাংশ, হংকংয়ের হেংসেং সূচক দশমিক ৬৭ শতাংশ, ভারতের বিএসই সেনসেক্স সূচক দশমিক ৬৯ শতাংশ কমেছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের সময় এবং এরপর ২০২০ সালে কোভিড–১৯ মহামারি আঘাত হানার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়েছিল। কিন্তু গত বছর বা তারও কিছু আগে থেকে ব্যাংকগুলো ক্রমবর্ধমান মূল্যব্ধীতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দ্রুতগতিতেই নীতি–নির্ধারণী সুদের হার বাড়িয়েছে। এভাবে সুদের হার বাড়ানোর কারণে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এতে বিনিয়োগকারীদের স্নায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায়। তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বদৌলতে শেয়ারের দাম কমে যায়।

এ ছাড়া নীতিনির্ধারণী সুদের হার বাড়ানোর ফলে তা মন্দার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এ জে বেল নামক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ পরিচালক রাস মোন্ডা।

এদিকে জার্মানির বুন্দেস ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জোয়াকিম নাগেল বলেন, এখনো ব্যাপক মূল্যব্ধীতির অর্থ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে নীতি সুদের হার আরও বাড়াতে হবে। তবে তিনি উয়চে ব্যাংক সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের ব্যাংক খাত নিয়ে মন্তব্য করেন। বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক ও সিগনেচার ব্যাংকের ব্যর্থতা এবং সুইজারল্যান্ডে ইউবিএস ব্যাংক তার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেডিট সুইস কিনে নেওয়ার পর শেয়ারবাজারে অস্থিরতা প্রত্যাশিতই ছিল বলা যায়। এ ধরনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটার পর সাধারণত পথ এলোমেলো হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের পতনের ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আত্ম হারানোর প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় ইউরোপ, আমেরিকার সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এখন বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ কমানোর চেষ্টা করছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যান্টেট ইয়েলেন গত মঙ্গলবার এক বক্তৃতায় বলেছেন, পরিস্থিতি স্থিতিশীল হচ্ছে এবং মার্কিন ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভালো আছে।

শুক্রবার ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের (ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক) গভর্নর অ্যান্ড্রু ব্বেইলি বলেন, যুক্তরাজ্যের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিরাপদ ও ভালো আছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক (এসভিপি) ও সিগনেচার ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। সেই জের কাটতে না কাটতেই গত সপ্তাহে বিশ্বের অন্যতম বৃহ ব্যাংক ক্রেডিট সুইসের বিপদে পড়ার খবর প্রকাশ পায়। ব্যাংকটি তারলা বাড়াতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ৫ হাজার ৪০০ কোটি ডলার ঋণ নেয়। এরপরই জানা যায়, ক্রেডিট সুইসকে ইউবিএস এজির সঙ্গে একীভূত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে ক্রেডিট সুইসের শেয়ার দরে ব্যাপক পতন ঘটে। এরপর দেশটির আরেক বৃহৎ ব্যাংক ইউবিএস ৩২৩ কোটি ডলারে ১৬৭ বছরের পুরোনো ব্যাংক ক্রেডিট সুইসকে কিনে নেয়।

## যশোর রোডের গাছ কাটার বিরুদ্ধে পরিবেশবাদীরা পথে কেন

অমর সাহা

ঐতিহাসিক যশোর রোডের বিশ্বের তাবড় নেতারা, কবি–দুই পাশের বড় বড় গাছগুলো কেটে ফেলার চেষ্টা শুরু হয়েছে। উন্নয়নকাজে রোডের পাশে থাকা ৩৫৬টি গাছ কেটে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন বৃক্ষপ্রেমীরা। এই উপমহাদেশে এক পরিচিত নাম যশোর রোড। বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের বুক চিরে চলে গেছে এই রোড। শুরু বাংলাদেশের যশোর জেলা থেকে। চলে এসেছে বাংলাদেশ–পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বেনাপোল–পেট্রাপোল পেরিয়ে সোজা কলকাতায়। সেই যশোর রোড নিয়ে কত কথা, কাহিনি, কত ইতিহাস এখনো ঘুরে বেড়ায় উপমহাদেশজুড়ে।

আর মুক্তিযুদ্ধের সময় এই যশোর রোড যেন হয়ে উঠেছিল এক জীবন্ত ইতিহাস। এই রোড দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা পাড়ি দিয়েছে শত্রুর মোকাবিলায়, ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই রোডে ঘুরেছেন সেদিন যশোর থেকে বেনাপোল–

বিশ্বের তাবড় নেতারা, কবি–সাহিত্যিকেরা। মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গ এই যশোর রোড দেখে একাত্তর সালে লিখেছিলেন কবিতা ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’। রোডের দুই ধারের বৃক্ষরাজিই যশোর রোডের গর্ব।

এখন যশোর রোডের বারাসাত থেকে বেনাপোল সীমান্ত পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার রোডের দুই পাশে থাকা ৩৫৬টি গাছকে কেটে রাস্তা সম্প্রসারণ করার চেষ্টা চলছে। আর এ গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন। গেল শনিবার এ কমিটি কলকাতার ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশে মানববন্ধন করেছে। আন্দোলনকারীরা দাবি তুলেছেন, জান দেবো, তবু গাছ কাটতে দেবো না।

পেট্রাপোল–বনগাঁ–হাবড়া–বারাসাত পাড় হয়ে কলকাতার শ্যামবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত ১২৫ কিলোমিটারের এই যশোর রোড। বাংলাদেশের অংশটুকু যশোর বেনাপোল সড়ক নামে পরিচিত হলেও পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে একেবারে কলকাতা এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে নাগের বাজার হয়ে শ্যমবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত এই সড়ককে যশোর রোড নামেই জানে লোকজন। সাইনবোর্ডে কোথাও কোথাও লেখায় এই যশোর রোডের নাম চোখে পড়ে।

**যশোর রোডের ইতিহাস :** শেরশাহ ১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে আজকের পাকিস্তান পর্যন্ত তৈরি করেন গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড। যশোর–বেনাপোল–বনগাঁ–কলকাতা ছুঁয়ে

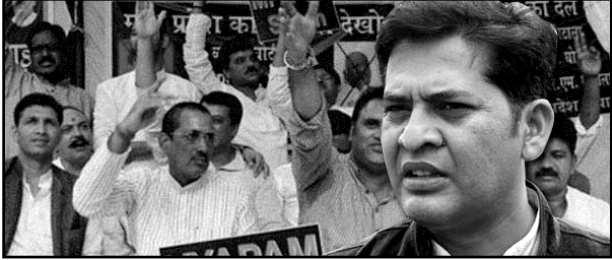
সে সময় যশোর শহরের বকচরের জমিদার ছিলেন কালী প্রসাদ পোদ্দার। কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে তাঁর ব্যবসা–বাণিজ্য ছিল।

নৌকার মাঝিদের অসহযোগিতার কারণে একবার জমিদারের মা গঙ্গান্নানে যেতে না পারায় নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। সেদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে মা অনশনে বসেন। উদ্বিগ্ন পুত্র দরজা খোলার অনুরোধ জানালে মা শর্ত দেন, গঙ্গান্নানের জন্য যশোর থেকে চাকদা পর্যন্ত সাক নির্মাণ করে দিলেই তিনি অনশন প্রত্যাহার করবেন। পুত্র কালীপ্রসাদ মায়ের দাবি মেনে রাস্তা নির্মাণ করেন। ফলে এ রাস্তাকে অনেকে কালীবাবুর সড়ক বলেও অভিহিত করেন। ১৮৪৫ সালের দিকে ভারতের ততকালীন গভর্নর অকল্যান্ডের সহযোগিতায় এ সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়। আর সেদিন এ সড়কের পাশে বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে লাগানো হয় প্রচুর শিশুগাছ। সেই গাছই আজ শতবর্ষ ধরে দাঁড়িয়ে আছে যশোর রোডজুড়ে।

**এবারের প্রতিবাদ :** পশ্চিমবঙ্গের যশোর রোডের শতবর্ষী গাছ কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তবে গত ৯ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে ক্ষোভ দেখা দেয় যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির সদস্যদের মধ্যে। তাঁরা নেমে পড়েন আবার আন্দোলনে। যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির অন্যতম নেতা সুরজিৎ দাস বলেন, ‘গাছ আমাদের প্রাণ, অন্নদাতা, তাদের মারতে দেবো না, মরতে দেবো না।’ এ আন্দোলনের শুরু থেকেই আছেন আরেক কর্মী অর্পিতা সাহা। তাঁর কথা, ‘গাছ আমাদের পরিবেশ বাঁচায়, আমাদের জীবন রক্ষা করে, তাদের কাটতে দেবো না। জীবন দেবো, কিন্তু গাছ রক্ষা করবো।’

# ব্যাপম কেলেক্কারির পর্দা ফাঁসকারী আনন্দ রাইকে বরখাস্ত করল মধ্যপ্রদেশের সরকার

ভোপাল, ২৮ মার্চ : নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন সরগরম বাংলা রাজনীতি, সেই অবহেই ফের খবরের শিরোনামে উঠে এল মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেক্কারি । যে দু’জন মানুষ এই দুর্নীতির পর্দাফাঁস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চিকিসক আনন্দ রাইকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল শিবরাজ সিং চৌহান সরকার। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন! আনন্দ রাই ইন্দোরের হুতুমচাঁদ সরকারি হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তবে আনন্দের অন্য এক পরিচয় হল তিনিই ছিলেন ব্যাপম কেলেক্কারির হুইসেল ব্লোয়ার। শুধু তিনি একা নয় সঙ্গে ছিলেন আশিস



মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম কেলেক্কারিতে প্রতিবাদী চিকিৎসক আনন্দ রাই । ফটো : সংগৃহীত

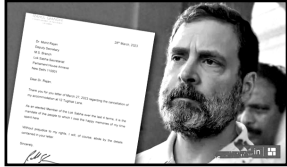
চতুর্বেদিও। প্রসঙ্গত, সরকারি সংস্থা চাকরি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে থাকে। হিন্দিতে সেই সংস্থার নাম হল, ব্যবহারিক পরীক্ষা মণ্ডল। যার সংক্ষিপ্ত নাম হল, ব্যাপম। সেই সংস্থার নিয়োগ এবং অন্যান্য দুর্নীতির জাল বিস্তৃত ছিল রাজ্যের কোণায় কোণায়। তদন্তে দেখা যায়, বিজেপির মন্ত্রী,

নেতা, বিধায়ক, সাংসদ, আমলা, বিরোধী শিবিরের নেতা-নেত্রী, কেউ বাদ নেই। টাকার বিনিময়ে দেনার বিক্রি হয়েছে চাকরি। সোমবার আনন্দ রাইকে বরখাস্ত করার নোটিস পাঠানো হয় সরকারের তরফে। সেখানে বলা হয়েছে, শিবরাজ সিং চৌহান ও কিছু সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য

দিয়েছেন ডা : আনন্দ রায়। সেই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। গত বছর তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তদন্ত কমিটি সম্প্রতি তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেখানে আনন্দ রাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই তাঁকে বরখাস্ত করা হল।

আনন্দ রাইয়ের বিরুদ্ধে এর আগেও দু’টি ফৌজদারি মামলা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি আদিবাসীদের মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করছিলাম। যা বিজেপি শাসিত সরকারের পছন্দ হয়নি। এবার আমি নির্বাচনে লড়ব। কংগ্রেস এই ঘটনার পিছনে নোংরা রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে।

## সরকারি বাংলা ছেড়ে দেব : রাহুল গান্ধি।



বাংলা ছাড়ার চিটিসহ রাহুল গান্ধি । ফটো : সংগৃহীত

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : সুরাতের আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার পর তড়িঘড়ি রাহুল গান্ধি সাংসদ পদ খারিজ করে দিয়েছিল লোকসভার সচিবালয়। সেখানেই না থেমে সোমবার রাহুল গান্ধিকে চিঠি দিয়ে লোকসভার হাউজিং কমিটির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর সরকারি বাংলা যেন ছেড়ে দেন রাহুল গান্ধি। রাহুল কালবিলম্ব করলেন না। লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন সরকারি বাংলা তিনি ছেড়ে দেবেন। নয়াদিল্লির ১২ নম্বর তৃঘলক লেনে সরকারি বাংলাতে থাকেন রাহুল। তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকায় সেই বাংলাতে বিশেষ প্রহরার বহোদাবস্তও রয়েছে। সেই বাড়িটাই এবার ছেড়ে দেওয়ার কথা জানালেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। অতীতে বারবার দেখা গিয়েছে, সাংসদ পদ চলে যাওয়ার পরেও অনেকেই সরকারি বাংলা ছাড়তে নানা টালবাহানা করেন। প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা যশোবন্ত সিং সাংসদ পদ চলে যাওয়ার পরেও বহুদিন সরকারি বাংলা রেখে দিয়েছিলেন। এই তালিকায় বিজেপির আরও অনেকে রয়েছে। সাংসদ পদ চলে যাওয়ার পরেও ভাড়া দিয়ে সরকারি বাসভবনে থেকে গিয়েছিলেন রাম বিলাস পাস্যোয়ান। তাঁর মৃত্যুর পরেও ৭ নম্বর জনপথের বাংলা ছাড়তে দেরি করছিলেন তাঁর ছেলে চিরাগ পাস্যোয়ান। পরে একপ্রকার তাঁকে উখাত করতে হয়। কিন্তু রাহুল চিঠি দিয়ে যেন বোঝাতে চাইলেন সরকারি বাংলার মোহ তাঁর নেই। রাহুলের কথায়, চারটে মোয়াদ সাংসদ ছিলাম। যে জনমত আমাকে সমর্থন জানিয়েছে, সেটাই আমার সুখেই স্মৃতি হয়ে রয়েছে। বাকি কিছু না।

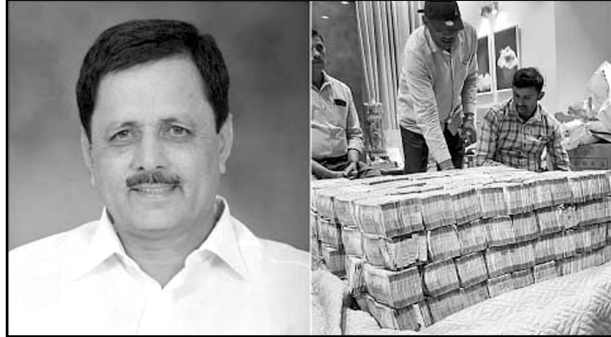
## তাপসী পানুর বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপি নেত্রীর ছেলের

ভোপাল, ২৮ মার্চ : ফের কটর হিন্দুত্ববাদীদের রোষের মুখে পড়লেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পানু। হিন্দুধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ উঠল এই তারকার বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি সাংসদ মালিনী গৌরের পুত্র একলব্য সিং গৌর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও মুখ খোলেননি তাপসী।জানা গিয়েছে, এই একলব্য সিংহ গৌর ইনদোরের হিন্দু রক্ষক সংগঠনের আহ্বায়ক। বিজেপি সাংসদ মালিনী গৌরের পুত্র তিনি। সম্প্রতি একটি ফ্যাশন শো-তে এই লক্ষ্মীর মূর্তি বসানো নেকলেস পরেছিলেন তাপসী। তবে সঙ্গে খোলামেলা পোশাকই পরেছিলেন অভিনেত্রী। নেকলেসের মধ্যে থাকা দেবীমূর্তিটি ছিল অভিনেত্রীর বক্ষয়ুগলের মাঝে।

এই ছবি দেখেই চটে যান একলব্য। এরপরই তাপসীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অবমাননার অভিযোগ আনেন। গত ১২ মার্চ মুম্বাইয়ের এক ফ্যাশন শোয়ের র‍্যালেন্ডে হাঁটার সময় এই পোশাকটি পরতে দেখা গিয়েছিল তাপসীকে। এই সাজের ছবি তিনি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার পর থেকেই এটিজেনদের একাংশ সমালোচনা শুরু করে। জোর বিতর্ক বাঁধে। যদিও বিষয়টিকে অতটা গুরুত্ব নেননি অভিনেত্রী।

# কর্ণাটকে ৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ কাণ্ডে গ্রেফতার বিজেপি বিধায়ক

বেঙ্গালুরু, ২৮ মার্চ : কর্ণাটক সোপস অ্যান্ড ডিটারজেন্ট লিমিটেড –এর চেয়ারম্যান ছিলেন মাদল। সেই সংস্থার টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন বিধায়ক মাদল। কর্ণাটকে ঘুষ কাণ্ডে গ্রেফতার হলেন বিজেপি বিধায়ক কে মাদল বিরুপাক্ষপ্পা। আদালতে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায়, সোমবার তাঁকে গ্রেফতার করে লোকায়ুক্ত পুলিশ। জানা যাচ্ছে, দাভান্দ্রে জেলার চান্নাগিরি থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিলেন বিজেপি বিধায়ক কে মাদল। এসময় গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তুমাকুরু রোডের কিথসান্দ্রা টোলবুথের কাছ থেকে বিজেপি বিধায়ককে গ্রেফতার করে পুলিশ। কর্ণাটক সোপস অ্যান্ড ডিটারজেন্ট লিমিটেড–এর চেয়ারম্যান ছিলেন মাদল। সেই সংস্থার টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে প্রথমে গ্রেফতার হন বিধায়কের ছেলে প্রশান্ত মাদল। অভিযোগ ওঠে,



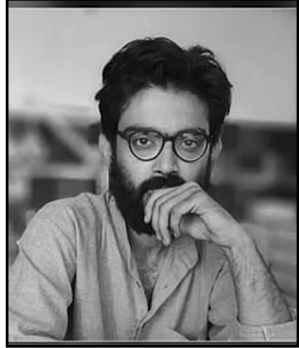
অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক (বাম দিকে), বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা। ফটো : সংগৃহীত

৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেন বিধায়ক–পুত্র। পরে, ঘুষ কাণ্ডের তদন্তে প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে বিরুপাক্ষপ্পার নাম উঠে আসে। লোকায়ুক্ত পুলিশের তরফে জানানো হয়, কর্ণাটক সোপস অ্যান্ড ডিটারজেন্ট লিমিটেডে কাঁচামাল সরবরাহের একটি টেন্ডারের জন্য ঘুষ নেওয়া হয়েছিল বলে তদন্তে জানা গেছে। তদন্তে নেমে চলতি মাসের প্রথম দিকে মাদলের বাড়িতে অভিযান চালান তদন্তকারীরা। মাদল বিরুপাক্ষর বাড়ি থেকে সে সময় প্রায় ৭ কোটি টাকা উদ্ধার হয়।

যদিও এই টাকা প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়কের দাবি ছিল, সুপরি বিক্রি করে এই টাকা আসে। এরপর কে এস ডি এল –র চেয়ারম্যান পদ থেকে সরতেও হয় তাঁকে। বিধায়ক মাদল বিরুপাক্ষের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার তিনি। একই সঙ্গে তাঁর ছেলেও নির্দেশ বলেই দাবি বিধায়কের। কেউ তাঁর অফিসে টাকা রেখে গিয়েছিল বলেও দাবি তাঁরা। বিধায়ক–পুত্র প্রশান্ত মাদল বেঙ্গালুরু ওয়ারটার স্প্রাঞ্জি অ্যান্ড সোম্বারেজ বোর্ডের চিফ অ্যাকাউন্ট অফিসার।

# জামিয়া মামলায় শারজিল ইমামসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : ২০১৯ সালের জামিয়া হ কাণ্ডে শারজিল ইমাম, আসিফ ইকবাল তনহা, সাফুরা জারগার –সহ ৯ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নতুন চার্জশিট গঠন করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। গত ৪ ফেব্রুয়ারি, এক আদেশে শারজিল ইমামসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন দিল্লির সাক্তেত আদালত অতিরিক্ত দায়রা বিচারক আরুল ভার্মা। কিন্তু, সেই আদেশের বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় দিল্লি পুলিশ।



শারজিল ইমাম । ফাইল ফটো : সংগৃহীত

ইমাম, সফুরা জারগার, মহম্মদ কাসিম, মাহমুদ আনোয়ার, শাহজার রজা খান, উমের আহমেদ, মোহাম্মদ বিলাল নাদিম, চন্দা যাদবের নামে চার্জশিট গঠন করা হয়েছে। মহম্মদ শোয়েব ও মোহাম্মাদ আবুজারকে শুধুমাত্র আইপিসির ১৪৩ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করেছেন বিচারপতি শর্মা।এছাা, আসিফ ইকবাল তানহারকে আইপিসির ৩০৮, ৩২৩, ৩৪১ এবং ৪৩৫ ধারা থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্যান্য ধারায় চার্জশিট গঠন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের আন্দোলন চলাকালীন অশান্তি বাধে জামিয়া মিলিয়া

ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। সেই সময় ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ করতে দেখা যায় দিল্লি পুলিশকে। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে পুলিশ দাবি করে, আন্দোলনকারীদের হাতেই আহত হয়েছে পুলিশ অফিসারেরা।

এই সময় শারজিল ইমাম, আসিফ ছাড়াও সফুরা জারগার, মহম্মদ ইলিয়াস, বিলাল নাদিম, শাহজার রজা খান, মাহমুদ আনোয়ার, মহম্মদ কাসিম, উমের আহমেদ, চন্দা যাদব, আবুজারের মতো একাধিক পড়ুয়া তথা সমাজকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

তাঁদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধানো, অনিচ্ছাকৃত খুনের চেষ্টা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের করে দিল্লি পুলিশ।

পরে (৪ ফেব্রুয়ারি), মোহাম্মদ ইলিয়াস ছাড়া ১১ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ খারিজ করে দেয় দিল্লির সাক্তেত আদালত। কিন্তু, আদালতের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে দিল্লী হাইকোর্টের পান্টা মামলা দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ।

# উমেশ পাল অপহরণ মামলায় আতিক আহমেদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ

লখনউ, ২৮ মার্চ : উমেশ পাল অপহরণ মামলায় মূল অভিযুক্ত গ্যাংস্টার–রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনাাল উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ আদালত। মঙ্গলবারই এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আতিকের পাশাপাশি এই মামলায় আরও দুই অভিযুক্তকে একই সাজা শোনাাল আদালত। ২০০৫ সালে খুন হন বহুজন সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক রাজু পাল। সেই খুনের ঘটনার

অন্যতম সাক্ষী উমেশ পাল ২০০৬ সালে নির্খোঁজ হয়ে যান। অভিযোগ ওঠে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। সেই অপহরণে নাম জড়ায় গ্যাংস্টার আতিকের ও অন্যান্য সঙ্গীদের। সম্প্রতি নিজের বাড়ির সামনে খুন হন উমেশ। তাঁর খুনে অভিযুক্ত আরবাজ এবং উসমানকে এনকাউন্টারে খতম করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। এদিকে, উমেশ পাল অপহরণ মামলায় জেলেই ছিল আতিক। মঙ্গলবার এই মামলার

রায়দান ছিল। সেখানেই আতিক, দীনেশ পাসি এবং খান শওকত হানিফকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। দোষীদের ১ লাখ টাকা জরিমানার পাশাপাশি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন বিচারক। এদিকে, আতিক জেলে বসেই এনকাউন্টারে ভয় পেয়েছিল। সেই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য আবেদন করে আতিক। যদিও সেই আবেদন খারিজ করে দেয় দেশের শীর্ষ আদালত।

# মুসলিম সংরক্ষণ ইস্যুতে শাহকে তোপ সিববলের ধর্মের নামে রাজনীতি কি সংবিধান লঙ্ঘন নয়?

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করার বিষয়টি আসলে সংবিধান বিরোধী, এমনটাই দাবি করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবার সেই মন্তব্যের রেশ টেনেই তাঁকে বিধলেন রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবল। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করাটা কি সংবিধান বিরোধী নয়?

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই কর্ণাটকে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে বিজেপি

সরকার। শুক্রবার মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে কর্ণাটক সরকার। তারপরেই রবিবার সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, ধর্মীয় ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আসলে সংবিধান বিরোধী। এমন কোনও ধারা নেই যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আসলে তোষণের রাজনীতি করতে গিয়েই এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুরু করেছিল

কংগ্রেস। এই মন্তব্যের পালটা দিয়ে টুইট করেন কপিল সিবল। তিনি বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ আসলে সংবিধান বিরোধী। তাহলে ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করা, প্রোপাগান্ডা করা– সেগুলো কি সংবিধান বিরোধী নয়। ধর্মের নামে ভাষণ দেওয়া,অ্যাজেন্ডা তৈরি–সমস্ত বিষয়ে কি সংবিধানের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় না? প্রসঙ্গত কংগ্রেসের তরফে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে, কর্ণাটকে তারা ক্ষমতায় ফিরলে মুসলিমদের জন্য

সংরক্ষণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অমিত শাহ মুসলিমদের সংরক্ষণের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন বটে, বাস্তবে ওই সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। তখন ক্ষমতায় জনতা দল, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এইচ ডি দেবসৌড়া। কংগ্রেসের বক্তব্য, জেনে বুঝে ভোটের আগেভাগে কংগ্রেসকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এইসঙ্গে হিন্দু–মুসলমান বিভাজনের রাজনীতির ফায়দা তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।

# মহারাষ্ট্রে জয় শ্রী রাম না বলায় ইমামকে মারধরের অভিযোগ অজ্ঞান করে দাড়িও কাটল বর্বরের দল

মুম্বাই, ২৮ মার্চ : মহারাষ্ট্রে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে অস্বীকার করায় মসজিদের এক ইমামকে মারধরের অভিযোগ উঠল উপ হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে। এমনকী ওই ইমামকে অজ্ঞান করে তাঁর দাড়ি কেটে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুলিশ। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। ঘটনায় সরব রয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের আনওয়া গ্রামের এক মসজিদের। সেই

সময় ধর্মস্থানে নিজের ঘরে বসে কোরান পাঠ করছিলেন ইমাম জাকির সইদ খাজা। তিনি জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী মসজিদে ঢুকে পড়ে। তাঁদের মুখে কাপড় বাঁধা ছিল।

তাঁরা ইমামকে জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিতে বলে। ইমাম তা অস্বীকার করায় তিন ব্যক্তি জাকির সইদ খাজাকে জোর করে মসজিদের বাইরে নিয়ে যায় এবং মারধর করে। ইমাম দাবি করেন, এরপর রাসাঘনিক মাখানো কাপড় ব্যবহার করে তাঁকে অজ্ঞান

করে ফেলে দুষ্কৃতীরা। জ্ঞান ফেরার পর তিনি বুঝতে পারেন তাঁর দাড়ি কেটে ফেলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাত ৮টা নাগাদ নমাজের জন্য মসজিদে আসেন বেশ কিছু লোক। তাঁরা দেখেন আক্রান্ত ইমাম অজ্ঞান অবস্থায়। মসজিদের বাইরে পড়ে আছেন। তাঁরাই ইমামকে উদ্ধার করে সিলাদের সরকারি হাসপাতালে ভরতি করেন। পরে তাঁকে ওরঙ্গাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ইমাম জাকির সইদ খাজা।এদিকে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে তারা। ঘটনায় সরব রয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলিও। সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক আবু অসিম আজমি টুইট করে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়বিশের কাছে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দেখা হচ্ছে। দরকার পড়লে তদন্ত কমিটি গড়ে রিপোর্ট তলব করা হবে। তবে কাজিরাঙার বর্তমান ফিল্ড ডিরেক্টর যতীন্দী শর্মা বলেন, রাষ্ট্রপতির সফরের সময়ে আমি এখানের দায়িত্বে ছিলাম না। তাই খরচের বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। বিলুপ্তপ্রায় একশৃঙ্গ গণ্ডার রয়েছে, সেই কারণে সারা বিশ্বে বিখ্যাত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান। সেখানেই প্রাণী উন্নয়ন তহবিলের এহেন ব্যবহার নিয়ে ক্ষুব্ধ সমাজকর্মীরা।

## প্রশ্নের মুখে কাজিরাঙা

# ব্যাঘ্র উন্নয়নের ১.১ কোটি টাকা খরচ রামনাথ কোবিন্দের সফরে

গুয়াহাটি, ২৮ মার্চ : অসমের কাজিরাঙায় ব্যাঘ্র প্রকল্পের উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ১ কোটি টাকা। কিন্তু সেই অর্থ খরচ হয়ে গেল রাষ্ট্রপতির আতিথেয়তা করে। রোহিত চৌধুরি নাম এক সমাজকর্মীর আরটিআই প্রশ্নের উত্তরে এই কথা জানাল কাজিরাঙার আধিকারিকরা। ২০২২ সালে কাজিরাঙা সফরে গিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সেই সময়েই খরচ হয়েছে বিপুল অর্থ। গত বছরের মে মাসে কাজিরাঙার

আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সম্পর্কে জানতে চেয়ে আরটিআই আবেদন করেন রোহিত। কাজিরাঙা ফিল্ড ডিরেক্টর নভেন্দ্র মাসে সেই আবেদনের উত্তর দেন। সেখানেই সাফ জানানো হয়, ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে রামনাথ কোবিন্দের সফরে।

রাষ্ট্রপতির যাবতীয় খরচের পাশাপাশি তাঁর জন্য সাজিয়ে তোলা হয়েছিল কাজিরাঙার থাকার জায়গাটি। রাষ্ট্রপতির নানা বিলাসবহুল সুবিধার ব্যবস্থা করতে বিপুল খরচ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কাজিরাঙার ফিল্ড

ডিরেক্টর জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির সফরের জন্য ব্যাঘ্র উন্নয়ন তহবিল থেকে ১.১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও বন্যপ্রাণ উন্নয়নের আরেকটি তহবিল থেকেও ৫১ লক্ষ টাকা খরচ হয় রাষ্ট্রপতির সফরে। রামনাথ কোবিন্দ ও তাঁর সফরসঙ্গীদের আতিথেয়তা করতে কেন কাজিরাঙার তহবিলে হাত পাল, সেই প্রশ্ন তুলে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি লেখেন রোহিত। বিজেপি শাসিত অসমের বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি বলেন, এই অভিযোগ খতিয়ে

দেখা হচ্ছে। দরকার পড়লে তদন্ত কমিটি গড়ে রিপোর্ট তলব করা হবে। তবে কাজিরাঙার বর্তমান ফিল্ড ডিরেক্টর যতীন্দী শর্মা বলেন, রাষ্ট্রপতির সফরের সময়ে আমি এখানের দায়িত্বে ছিলাম না।

তাই খরচের বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। বিলুপ্তপ্রায় একশৃঙ্গ গণ্ডার রয়েছে, সেই কারণে সারা বিশ্বে বিখ্যাত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান। সেখানেই প্রাণী উন্নয়ন তহবিলের এহেন ব্যবহার নিয়ে ক্ষুব্ধ সমাজকর্মীরা।



# জেলায় জেলায়

## দলের প্রধানের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল সদস্যরা

আনসার মোল্লা, ইসলামপুর : কেবল বিরোধীরাই নয়, খোদা রানীনগর ১ ব্লকের সদর ইসলামপুর। সেই ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা নেহাত কম নয়। ৩০ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সবই তৃণমূলের। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে। এখন তৃণমূল

পরিচালিত এই পঞ্চায়েত মুখ থুবড়ে পড়েছে চর্চায়। পঞ্চায়েতে এখন প্রচুর কাঁচা রাস্তা রয়েছে, পথবাতি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, আছে জলের সমস্যা। যদিও বিরোধীদের দাবি ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত করলে বুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ আগামী ত্রিশের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এখন থেকে তৃণমূল ধুলিসাং হয়ে যাবে।

রানীনগর-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হানিফ মিঞা জানান, আমাদের কিছু বলার দরকার নেই, ওদের নিজেদের সদস্যরাই প্রধানের বিরুদ্ধে ভূরিভূরি অভিযোগ তুলেছেন। ওরা যা করার করে নিয়েছে, যা খাবার খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু আগামী নির্বাচনে আর নয়। বাসিন্দারা তৃণমূলকে যোগ্য মিত্যা। তিনি উল্টে জানান, জবাব দেবার জন্য কোমর এখানকার অধিকাংশ

## কুলটিতে তৃণমূলের অন্তর্দন্দ প্রকাশ্যে

স্টাফ রিপোর্টারঃ কুলটিতে তৃণমূলের অন্তর্দন্দ প্রকাশ্যে। বঞ্চিত তৃণমূল কর্মীদের ব্যানারে সম্মেলনে তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এল ক্ষোভ। ব্লক সভাপতি নির্বাচন নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করলেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা। একুশের ভোট বিজেপির হয়ে কাজ করেছিল, পাল্টা দিলেন তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা আগেও বার বার উঠে এসেছে। গত ডিসেম্বরেই যেমন খড়গপুর, মেদিনীপুরের পর পূর্ব বর্ধমানের কালনায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। শাসকদলের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন তৃণমূলেরই কাউন্সিলররা। কাউন্সিলরদের অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন পুর চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত। স্নৈরতাত্ত্বিক মনোভাব নিয়ে পুরসভা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ নিয়ে দলীয় নেতৃত্বকে বারবার জানিয়েও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। এবার, চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবি তুলে ক্ষোভ উগরে দিলেন, কালনা পুরসভার ১২ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। বিক্ষুব্ধদের অন্যতম তথা কালনা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুনীল চৌধুরী বলেছেন, ‘প্রায় ৯ মাস-১০ মাস কালনা পুরসভার কোনও উন্নতি হচ্ছে না। চেয়ারম্যান সহযোগিতা করছেন না। আমরা কেউ দলের বিরুদ্ধে না। আমরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। দলকে আগেও জানিয়েছি। কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ইমিডিয়েট ওকে সরানো হোক, নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।’

এর আগে, গত ২১ ডিসেম্বর, তৃণমূল পরিচালিত খড়গপুর পুরসভার চেয়ারম্যান, প্রদীপ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন, ১৮ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠিও পাঠান, কাউন্সিলরদের একাংশ। এরপর, শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে, ইন্তকা দিতে হয় চেয়ারম্যানকে। তারপর তৃণমূল পরিচালিত, মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি লেখেন তাঁরই দলের ১১ জন কাউন্সিলর। এদিকে, কালনা পুরসভায় কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে পুর কর্মীরা। যার ফলে, চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। নতুন বছর পড়লেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে তৃণমূলের একের পর এক দ্বন্দ্ব বিজেপিকে কি বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেবে? প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে। এরপর নতুন বছরের গোড়াতেই বাঁকুড়ার ইন্দ্রপুরে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির নাম ঘোষণা নিয়ে জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। প্রকাশ্যে না বলে দলের অন্দরে আলোচনা করা উচিত ছিল বলে দাবি করেন জেলা সভাপতি। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

## বিশ্ব ঊষ্ময়ন পরিস্থিতিতে বৃষ্টিপাতের তারতম্য মেদিনীপুরের তরুণ বিজ্ঞানী গবেষক শুভার্থী সরকার পুরস্কৃত



পুরস্কার হাতে বাবা-মায়ের সাথে শুভার্থী। ফটো : সংগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বৃষ্টিপাতের তারতম্য বিষয়ে গবেষণা করে পুরস্কার জিতলেন মেদিনীপুরের তরুণ বিজ্ঞানী শুভার্থী সরকার। দেশজুড়ে বৃষ্টিপাতের তারতম্য কীভাবে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই তারতম্য কোথায়, কীভাবে হবে, এই সংক্রান্ত গবেষণা তুলে ধরেছিলেন তিনি। বিশ্ব ঊষ্ময়ন কীভাবে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের উপর প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরে এই গবেষক। এই তারতম্য ভবিষ্যতে কী বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে পরিবেশের? তাও ছিল তাঁর বক্তব্য। ভবিষ্যতে দেশজুড়ে বৃষ্টিপাতের

হবে, সবটাই গবেষণাপত্রে তুলে ধরেছেন তিনি। পুরুলিয়া (দশম অবধি) ও নরেন্দ্রপুর (একাদশ-দ্বাদশ) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনী শুভার্থী। শিবপুর থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বি. টেক করেছেন। তারপর এম.টেক করেছেন আইআইটি খড়গপুর থেকে। শুভার্থী বলেন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েরই অন্তর্গত ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং অংশে বায়ুমণ্ডল ও পৃষ্ঠতল সম্পর্কে বিশদে গবেষণা করতে হয়েছে। সেই সূত্রেই বৃষ্টিপাতের তারতম্য সম্পর্কিত একটি রিসার্চ পেপার জমা দিয়েছিলাম এবং শুভার্থী।

বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলাম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানীরা সেটিকে বেছে নেওয়ায় আমি সত্যিই গর্বিত। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তাঁর এই পুরস্কার জেতা। আইআইটি খড়গপুর-এর তরুণ গবেষক শুভার্থী সরকার মেদিনীপুর শহরের পুলিশ লাইনের বাসিন্দা। বয়স মাত্র ২৫। এই বয়সেই তরুণ আবহাওয়া বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি, খুশি মেদিনীপুরবাসী। ২৩ মার্চ ২০২৩ আলিপুরে আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সম্প্রতি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে যুবকদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রথমে রিসার্চ পেপার বা গবেষণা পত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়, পরে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করতে হয়। ২৩ মার্চ অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড মেটেরোলোজিক্যাল -ডে উপলক্ষে বেছে নেওয়া হয় দেশের সেরা তিনজন সন্তানবানাম তরুণ বিজ্ঞানীকে। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন আইআইটি খড়গপুরের গবেষক শুভার্থী। মেদিনীপুর শহরে নিজের বাড়িতে ফিরেছে

## কয়েক কোটি টাকা খরচ করেও আরামবাগে নিকাশি সমস্যা বেহালই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে আরামবাগে। রবিবার সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে বেশ কয়েকটি ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ তা হলেও আরামবাগ শহরে জল জমা বন্ধ করা হচ্ছে না। বর্ষায় তো বটেই, ঘণ্টাখানেক টানা বৃষ্টি হলেই পুরসভার ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টিই জলমগ্ন হয়। তাই এবার শহরের নিকাশি ব্যবস্থার হাল ফেরাতে মহকুমা শাসকের তদারকিতে সেচ দফতরের সঙ্গে পুরসভা যৌথভাবে ‘মাস্টার প্ল্যান’ তৈরির উদ্যোগ নেয়। ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরু হয়েছে।

মহকুমাশাসক (আরামবাগ) জানান, আরামবাগ শহরের নিকাশি সমস্যার সুরাহার একমাত্র পথ কানা

তরফে বে-আইনি দখল চিহ্নিত করতে ভূমি দফতরের সহায়তা নিয়ে মাপজোক শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে সেচ দফতর এবং পুরসভার বিশেষজ্ঞরা শহরের ১৯টি ওয়ার্ড থেকে মসৃণভাবে জল নিকাশির জন্য কোথায় কীরকম ভূ-স্তর খতিয়ে দেখে সেই মতো মানচিত্র তৈরি করছেন। প্রকল্পটি রূপায়ণে ৩০-৩৫ কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে মনে করছেন মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ।

‘মাস্টার প্ল্যান’ নিয়ে আশাবাদী পুরপ্রধান সমীর ভান্ডারী বলেন, অতীতে অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠা শহরটিতে নিকাশি নিয়ে সারা বছরই দুর্ভোগ পোহাতে হয় আমাদের। ২০১৪ সাল থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকার ৪টি ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা করেও



সামান্য বৃষ্টিতেই আরামবাগ শহরের অবস্থা।

ফটো : সংগৃহীত

দ্বারকেশ্বর খাল। মূল দ্বারকেশ্বর নদের সঙ্গে যুক্ত ওই খালে শহরের সব নিকাশি নালার জল গিয়ে পড়ে। কিন্তু খাল কোথাও কোথাও বে-আইনি দখলদারির জেরে সক্ষীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কোথাও মজে গিয়েছে। সেই সব জায়গা চিহ্নিত করে বে-আইনি দখল উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। শোনা যাচ্ছে দখলদারদের উচ্ছেদ করে পুরো খালই সংস্কার করবে সেচ দফতর। প্রকল্পটি যথাযথ রূপায়ণে সেচ দফতরের বিশেষজ্ঞেরা জরিপের কাজ শুরু করেছেন।

মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেচ দফতরের সঙ্গে যৌথ প্রকল্পটিতে ইতিমধ্যে পুরসভার

বিশেষ সুরাহা হয়নি। এবার সেচ দফতরের কারিগরি সহায়তায় সুফল মিলবে বলেই আশা করছি। মহকুমা সেচ দফতরের সহকারী বাস্তকার দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, নিকাশি ব্যবস্থাকে সামনে রেখে এই মাস্টার প্লানে দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ-সহ শহরের সার্বিক সৌন্দর্য্যবানের বিষয়টিও রেখেছেন মহকুমাশাসক। ‘মাস্টার প্ল্যান’ নিয়ে শহরবাসীও আশার আলো দেখছেন। তাঁদের বক্তব্য, এতদিন কোনও বিশেষজ্ঞ ছাড়াই ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা করাতে সমস্যা থেকে গিয়েছে। উপযুক্ত নিকাশি নালা না থাকায় বৃষ্টির জমা জল বের হতে এক-দু’দিন সময় লাগে।

### সদ্য প্রকাশিত

**তরী হতে তীর**  
পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত  
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  
চতুর্থ প্রকাশ  
দাম : ৫০০.০০ টাকা

**ঠিকানা কলকাতা**  
সুনীল মুন্সী  
তৃতীয় সংস্করণ  
দাম : ২০০.০০ টাকা

**বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের  
ইতিহাস অনুসন্ধান**  
(চতুর্থ খণ্ড)  
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত  
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ  
দাম : ৪৫০.০০

**মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**  
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

### মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

<b>জীবনী</b>		
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	: নিকলাই ইভানভ	৭০.০০
<b>দর্শন</b>		
দার্শনিক লেনিন	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০
<b>ইতিহাস</b>		
ইতিহাসের ধারা	: সুশোভন সরকার	৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও		
রামের অযোধ্যা	: রামশরণ শর্মা	৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ইতিহাস		১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা	: সুনীল মুন্সী	২০০.০০
<b>সাহিত্য</b>		
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি		২৫০.০০
<b>রবীন্দ্র সাহিত্য</b>		
রবীন্দ্র ভাবনা		
নির্বাচিত প্রবন্ধ	: তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০
<b>কাব্যগ্রন্থ</b>		
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	:	২৫০.০০
<b>বিজ্ঞান</b>		
রাসায়নিক মৌল কেমন করে		
সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল	: ড. ন. ব্রিফোনভ	
	ড. দ. ব্রিফোনভ	২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের		
ইতিহাস অনুসন্ধান	: মঞ্জুকুমার মজুমদার,	
	ভানুদেব দত্ত ( মোট ১৫ খণ্ড )	
CAA, NRC, NPR	: ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন	
মানছি না	ড. বি. কে. কন্দো	
বিজেপির স্বরূপ	: এ. বি. বর্ধন	
(পরিবর্তিত সংস্করণ)		

**মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**  
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

### OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner  
Rs. 55.00

Somenath Lahiri Collected Writings :  
Rs.15.00

Rise of Radicalism in Bengal  
in the 19th Century : Satyendranath Pal  
Rs. 190.00

Peasant Movement in India  
19th-20th Centuries : Sunil Sen  
Rs. 90.00

Political Movement in Murshidabad  
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta  
Rs. 85.00

Forests and Tribals : N. G. Basu  
Rs. 70.00

Essays on Indology  
Birth Centenary tribute to Mahapandita  
Rahula Sankrityayana :  
Editor. Alaka Chattopadhyaya  
Rs. 100.00

**মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**  
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩



বার্লিন, ২৮ মার্চ (এএফপি) : জার্মানিতে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির মুখে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। সোমবারের এই বিক্ষোভ ও ঘর্মঘাটে দেশটির বিমান, রেল ও বাস সেবা বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর ডাকো এ শ্রমিক ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায় জার্মানি। কয়েক দশকের মধ্যে দেশটিতে সবচেয়ে বা বিক্ষোভের ঘটনা এটি। সোমবার কর্মসপ্তাহ শুরু়র দিনটির সকালে জার্মানিজুড়ে বিমানবন্দর বন্ধ ছিল। বাস ও ট্রেনস্টেশনগুলোয় কর্মী ছিল না।

ভেরদি ট্রেড ইউনিয়ন এবং রেলওয়ে ও পরিবহন ইউনিয়ন ইভিজির ডাকা ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘটেন কারণে জার্মানি স্তব্ধ হয়ে যায়। ভেরদির প্রধান ফ্রাঙ্ক ওয়ারনেক বলেন, যে শ্রমসংগ্রামের কোনো প্রভাব পড়ে না, সেটি দস্তহীন। তিনি স্বীকার করেন, তাঁদের ঘর্মঘটে অনেক

যাত্রী সমস্যায় পড়বেন। তবে তিনি এক দিনের কষ্ট করার আহ্বান জানান।

শ্রমিক ধর্মঘটে ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জার্মানির জীবনযাত্রা সোমবার অচল হয়ে পড়ে। বিমান, রেল ও বাসসেবা বন্ধ হয়ে যায়। বার্লিনের ট্রেনস্টেশনে অন্য দিনে ব্যাপক ভিা থাকলেও সোমবার সকালে অনেকটাই জনশূন্য ছিল। দেশটির জাতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ট্রেন সেবা বন্ধ রাখে। ফ্রাঙ্কফুর্ট ও মিউনিখ বিমানবন্দরেও ফ্লাইট বাতিল করা হয়।

বার্লিনের ৩১ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী বলেন, তিনি আধঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষা করেও বাস পাননি। আঞ্চলিক ট্রেনগুলোও বন্ধ ছিল। তবে তিনি শ্রমিকদের এই ধর্মঘটকে যৌক্তিক মনে করেন। কারণ, অনেক মানুষ উন্নত কর্মপরিবেশের জন্য দাবি জানাচ্ছেন।

ধর্মঘটে পণ্য সরবরাহে ঘাটতি পূরণের জন্য পরিবহনমন্ত্রী ডলকার উইসিং গত রোববার পণ্যবাহী ট্রাকগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে আহ্বান জানান। এ ছাড়া আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য রাতে উড্ডোজাহাজ চলাচল করতে দেওয়া কথা বলেন। ভেরদি ইউনিয়ন জার্মানির সরকারি খাতের প্রায় ২৫ লাখ কর্মীর পক্ষ হয়ে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে মধ্যস্থতা করছে, এদের মধ্যে সরকারি গণপরিবহন ও বিমানবন্দরগুলোও রয়েছে। আর রেলওয়ে ও পরিবহন ইউনিয়ন ইভিজি বাস কোম্পানিগুলোর প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার কর্মীর পক্ষ হয়ে মধ্যস্থতা করছে। এই দুই ট্রেড ইউনিয়নের এমন বড় ধরনের যৌথ বিক্ষোভের ঘটনা বিরল। খাদ্য ও জ্বালানির উচ্চ মূল্যের কারণে



ধর্মঘটের পক্ষে পথে নেমে এসেছে জার্মানির শ্রমিকশ্রেণি।

জীবনযাত্রার মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ায় কয়েক মাস ধরে ইউরোপের বা অর্থনীতিগুলোর

শিল্পক্ষেত্রে দেখা দেওয়া অস্থিরতার সর্বশেষ নজির এটি।

চাকরিপাতা বিশেষ করে রপ্তানী

ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দাবি মানতে অস্বীকার করে আসছে। এর পরিবর্তে এ বছর ৫

# স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার হচ্ছেন স্বাধীনতাপন্থী হামজা ইউসেফ

২৮ মার্চ : স্কটল্যান্ডের ক্ষমতাসীন স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (এসএনপি) নেতা নির্বাচিত হয়েছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হামজা ইউসেফ। তিনি নিকোলা স্টার্জেনের স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন। দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহের নেতৃত্বের লড়াই শেষে সোমবার এসএনপি প্রধানের পদ নিশ্চিত করেন ইউসেফ। এশীয় অভিবাসীর সন্তান এখন স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার হওয়ার দৌঁড়ে রয়েছেন। মঙ্গলবার পার্লামেন্টে অনুমোদন পেলেই পরদিন শপথ নেবেন ৩৭ বছর বয়সী ইউসেফ। ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ঋষি সুনাক।

নিকোলা স্টার্জেনের উত্তরসূরি হিসেবে এসএনপির নেতৃত্ব দেবেন ইউসেফ। আট বছর দল এবং স্কটল্যান্ডের আধা-স্বায়ত্তশাসিত সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার পর গত মাসে আকস্মিক



বাবা’র সঙ্গে হামজা।

 ফটো : এএফপি

পদত্যাগ করেন তিনি। হামজা তাঁর পূর্বসূরি নিকোলা স্টার্জেনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। নিকোলা নিজেও স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে সোচ্চার। এসএনপির নেতা নির্বাচনে এই স্বাধীনতার প্রস্তে গভীর বিভক্তি দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার পক্ষে থাকা হামজা শেষ হাসি হেসেছেন। নির্বাচিত হয়ে হামজা বলেছেন, স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য তাঁর প্রবল আবেগ’ রয়েছো।তিনি যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিত্ব হিসেবেও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এসএনপির নেতা নির্বাচন ঘিরে স্বাধীনতাপন্থী দলটির মধ্যে গভীর বিভক্তি দেখা গ়েয়। শেষ পর্যন্ত স্টার্জেনের অনুগত এই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত নেতৃত্বের দৌঁড়ে জয়ী হন। তিনি কেট ফোর্স (৩২) ও অ্যাস রিগ্যানকে পরাজিত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে বার্থতার অভিযোগ আনেন ইউসেফের বিরুদ্ধে। এডিনবার্গে দেওয়া আবেগঘন বিজয়ী ভাষণে নিজের এশীয় বংশোদ্ভূত পরিচয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে ইউসেফ বলেন, পাঞ্জাব

থেকে আমাদের পার্লামেন্ট, এটি আমাদের প্রজন্মের জন্য একটি অভিযাত্রা। স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য তাঁর প্রবল আবেগ রয়েছে জানিয়ে স্বাধীনতাপন্থী দলটির নতুন নেতা বলেন, স্কটল্যান্ডের জনগণের স্বাধীনতা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ব্রিটেনের থেকে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে বিতর্ক অনেকদিনের। স্বাধীনতা প্রশ্নে ২০১৪ সালের গণভোটে বিপক্ষে ৫৫ শতাংশ আর পক্ষে ৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল। দুই বছর পর ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ভোটে অধিকাংশ স্কট ইইউতে থেকে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। অবশ্য এই মাসে এক জনমত জরিপে দেখা যায়, স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন কমে ৩৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এর আগে ২০২০ সালে সর্বোচ্চ ৫৮ শতাংশ পর্যন্ত স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন ছিল।

## যুক্তরাষ্ট্রে তরুণীর গুলিতে তিন শিশুসহ নিহত ৬

লন্ডন, ২৮ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যে একটি স্কুলে বন্দুকধারীর গুলিতে তিন শিশুসহ অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। ওই বন্দুকধারী একজন তরুণী বলে জানা গেছে। পরে পুলিশের গুলিতে তিনিও নিহত হন। স্থানীয় সময় সোমবার সকালে অঙ্গরাজ্যের নাশভিল শহরে এ ঘটনা ঘটে। খবর রয়টার্স ও সিএনএনের। নাশভিল পুলিশের মুখপাত্র ডন অ্যানন জানান, সকাল সোয়া ১০টার দিকে স্কুলে গোলাগুলির বিষয়টি ফোন করে পুলিশকে জানানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্কুল ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে গুলির শব্দ পান পুলিশের সদস্যরা। বন্দুকধারীর কাছে অন্তত দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তাক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয় মনরো ক্যারেল জুনিয়র চিলড্রেন হাসপাতালের মুখপাত্র জন হোসের জানিয়েছেন, গুলিতে স্কুলের তিনজন কর্মী নিহত হয়েছেন। আর তিনজন শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে আনার পর মৃত ঘোষণা করা হয়। গুলির ঘটনাটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব জেন পিয়েরে। তিনি বলেন, স্কুলে গুলির ঘটনা তদন্তে স্থানীয় কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে বাইডেন প্রশাসন।

শতাংশ মজুরি বাড়িয়ে দুবারে ১ হাজার ইউরো ও পরের বছর দেড় হাজার ইউরো করার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে ভেরদির দাবি, মাসিক বেতন সাড়ে ১০ শতাংশ বাড়ানো হোক। ইভিজির দাবি, ১২ শতাংশ মাসিক বেতন বাড়ানো হোক।

রপ্তানী মালিকানাধীন ট্রেন কোম্পানি ডয়চে বানের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান মার্টিন সেইলার দেশব্যাপী এই ধর্মঘটকে ভিত্তিহীন ও অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে দ্রুত আলোচনার টেবিলে ফেরার আহ্বান জানান। জার্মানির এয়ারপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, সোমবারের এই ধর্মঘটে ৩ লাখ ৮০ হাজার বিমানযাত্রীর ওপর প্রভাব পড়বে। নিয়োগকর্তারা শ্রমিক প্রতিনিধিদের মজুরি বাড়ানোর দাবিতে উসকানির

অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের ভাষা, এতে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে। তবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো বলছে, তাদের সদস্যরা জীবনযাত্রার বায় বেড়ে যাওয়ায় মজুরি বাড়ানোর জন্য দাবি করছেন।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ অভিযান শুরুর পর বিশ্বের অনেক দেশের মতোই জার্মানিও উচ্চ মূল্যস্ফীতির মুখে পাচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশটির মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৮ দশমিক ৭ শতাংশে। জার্মানি ছাড়াও সম্প্রতি একই ধরনের বিক্ষোভ ও ধর্মঘট হয়েছে যুক্তরাজ্যেও। দেশটিতে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপরে চলে যাওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীরা সড়কে ন্যামেন। জার্মানির স্থানীয় গণমাধ্যমে এই ধর্মঘটকে বিশাল ধর্মঘট’ বলে তুলে ধরছে। সোমবার বেতন নির্ধারণ নিয়ে সরকারি খাতের কর্মীদের সঙ্গে তৃতীয় দফার আলোচনা হওয়ার কথা।

# বিক্ষোভের মুখে নেতানিয়াহু পিছু হঠলেও সংকট মেটেনি



বিচার বিভাগের সংস্কার সরকার গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদে ইসরায়েলে চলছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ।

 ছবি : রয়টার্স

ভেল অভিভ, ২৮ মার্চ (বিবিসি) : ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ সংকটগুলোর একটি তৈরি হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে চলেছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ। বিচার বিভাগের সংস্কার করার যে পরিকল্পনা সরকার করেছে, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে মানুষ। বিক্ষোভের মুখে সোমবার এ সংস্কার বিল পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলের চলমান এ সংকট নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো।

কী চলেছে ইসরায়েলে : বিচার বিভাগের সংস্কার আনার যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে, এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এ বছরের শুরু থেকে প্রতি সপ্তাহে বড় বড় বিক্ষোভ শুরু করেন দেশটির জনগণ। ধীরে ধীরে বিক্ষোভের মাত্রা বাড়তে থাকে। বিক্ষোভ বড় বড় শহর থেকে ছোট শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। বাইডেনকে জানানো হয়েছে বলি জেনিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব জেন পিয়েরে। তিনি বলেন, স্কুলে গুলির ঘটনা তদন্তে স্থানীয় কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে বাইডেন প্রশাসন।

সিদ্ধান্ত পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা পাবে। সূপ্রিম কোর্টসহ বিভিন্ন আদালতের কে বিচারক হবেন, সে ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সরকারের হাতে চলে যাবে। সরকারকে বিচারক নিয়োগকারী কমিটির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিচারক নিয়োগের কমিটিতে এত দিন সরকারের যে প্রতিনিধিত্ব ছিল, সেই সংখ্যাটা আরও বাড়ানো হবে। ইসরায়েলের বর্তমান আইন অনুযায়ী মন্ত্রীরা তাঁদের আইন উপদেষ্টার উপদেশ মানতে বাধ্য। আর এসব আইন উপদেষ্টাদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার কাজটি করেন আর্টর্নি জেনারেল। তবে সংস্কার প্রস্তাবে আইন উপদেষ্টার উপদেশ মানার বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া এবং মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে।

বিচার বিভাগে সংস্কারের যেসব প্রস্তাব নেতানিয়াহু সরকার দিয়েছিল, এর মধ্যে একটি ইতিমধ্যে আইনে পরিণত হয়েছে। নতুন আইনে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীকে আনুগা্য ঘোষণা করার যে ক্ষমতা আর্টর্নি জেনারেলের ছিল, তা তুলে দেওয়া হয়েছে। গুঞ্জন ছিল, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন ইসরায়েলের আর্টর্নি জেনারেল। নেতানিয়াহুর বিচার এবং সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে তিনি এমন পদক্ষেপ নিতে চেষ্টাছিলেন।

এখন কী করবে নেতানিয়াহু সরকার : কয়েক মাস ধরে চলা বিক্ষোভ এবং দেশজুড়ে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এখনো বিচার বিভাগ নিয়ে তাঁর সরকার গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বাড়ছে। আর এতে করে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিয়ে হুমকি তৈরির একটি ঝুঁকি দেখা দিয়েছে।

ইসরায়েলিরা এত ক্ষুব্ধ কেন : প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরোধীরা বলছেন, বিচার বিভাগের সংস্কার আনার যে পরিকল্পনা সরকার করছে, এতে করে বিচারব্যবস্থা দুর্বল ও সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। হুমকিতে পড়বে দেশের গণতন্ত্র। অথচ সরকারের ক্ষমতা ব্যবহারের লাগাম টানতে ঐতিহাসিকভাবে বিচার বিভাগ অপরিসীম ভূমিকা রেখে এসেছে।

নেতানিয়াহুকে ইসরায়েলের সবচেয়ে কটর ডানপন্থী নেতাদের একজন বলা হয়। তাঁর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারকেও ইসরায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে দক্ষিণপন্থী সরকার বলা হচ্ছে। এ ছাা মনে করা হচ্ছে, ইসরায়েলের বর্তমান সরকার ও নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে এটাই সবচেয়ে পক্ষের বিরোধিতার ঘটনা। দ্বুর্ভুতের অভিযোগে ইসরায়েলের আদালতে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিচার চলছে। তবে তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। সরকার সমালোচকেরা বলেন, বিচার বিভাগের সংস্কার নেতানিয়াহুকে বিচারের হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে এবং এতে করে কোনো বাধা ছাড়া সরকার আইন পাস করতে পারবে।

বিচার বিভাগের সংস্কার পরিকল্পনায় কী আছে : নেতানিয়াহু সরকার বিচার বিভাগে সংস্কার আনার যে পরিকল্পনা হাজির করেছে, তাতে করে যেকোনো আইন পর্যালোচনা ও বাতিল করার ক্ষেত্রে সূপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাবে। দেশের পার্লামেন্টে (নেসেট) মাত্র একজন আইনপ্রণেতার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার আদালতের যেকোনো

# লেবাননে সময় নিয়ে বিভ্রান্তি যে কারণে

বেইরুট, ২৮ মার্চ (এএফপি) : রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত লেবানন। এত সব সমস্যার মধ্যেও দেশটিতে নতুন একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর তা হলো সময়। লেবাননে এখন কয়টা বাজে?’ সাধারণ এই প্রশ্নের উত্তর মেলানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে মার্চের শেষ সপ্তাহে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে দিয়েছে সরকার। সাধারণত লেবাননে প্রতিবছর মার্চের শেষ সপ্তাহে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকার গত বৃহস্পতিবার ঘোষণা দিয়েছে, এ মাসের শেষ সপ্তাহে নয়, আগামী ২০ এপ্রিল থেকে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সরকারের শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তের কারণে লেবাননে এখন দুই ধরনের সময় চলছে। শেষ মুহূর্তে এসে লেবানন সরকার এক মাস পর ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েও এর বিরোধিতা করেছেন প্রতিবছরী ম্যারোনাইট চার্চ। তবে চার্চ, স্কুল ও গণমাধ্যমপ্রতিষ্ঠানসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গত শনিবার মধ্যরাত্রে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে। সরকার এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে এর কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি ও পার্লামেন্টের স্পিকার নাজিব বেরি আলোচনা করছেন। নাজিব বেরি পবিত্র রমজান মাস শেষ হওয়ার পর ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। লেবাননের শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস হালাবি বলেনছেন, শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্তের কারণে সাম্প্রদায়িক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার মাধ্যমে আসা উচিত ছিল বলেন তিনি। টুইটারে দেওয়া এক বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুসারে দিনের আলোর সর্বোচ্চ



ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত এক মাস পিছিয়ে দিয়েছে লেবানন সরকার।

 ছবি : এএফপি

ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে কিছু প্রতিষ্ঠান বলেছে, তারা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শনিবার মধ্যরাত্রে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নিয়েছে।

লেবাননের সম্প্রচারমাধ্যম এলবিসিআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পিয়েরে দাহের বলেন, কখন থেকে গ্রীষ্মকাল বিবেচনা করা হবে, সে সিদ্ধান্ত এখন সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নিয়েছে। ওই চ্যালেঞ্জট এক বিবৃতিতে বলেছে, সরকার ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার সময় পিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটি তারা মানবে না। কারণ, এতে তাদের সম্প্রচার পরিচালনা কার্যক্রমে প্রভাব পড়বে। দাহের বার্তা সংস্থাকে বলেন, যদি সরকার সময় গণহানোর সিদ্ধান্ত ৪৮ ঘণ্টা আগে না নিয়ে এক মাস আগে নিত, তাহলে কোনো সমস্যা থাকত না না। লেবাননের আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানেও ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী মিকাতি গত শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এটি পুরোপুরি প্রশাসনিক পদক্ষেপ।’



# ইডেনে আইপিএলের টিকিটের হাহাকার, দু’টি ম্যাচ নিয়ে চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল শুরু হতে এখনও তিন দিন বাকি। কিন্তু মাঠে বল গড়ানোর আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক ম্যাচের টিকিট। আগেই জানা গিয়েছিল আহমেবাদে প্রথম ম্যাচের টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ইডেনের দু’টি ম্যাচের অনলাইন টিকিট। দর্শকরা টিকিটের জন্য হাহাকার করছেন।

ইডেনে আইপিএলের প্রথম ম্যাচ ৬ এপ্রিল। রয়্যাল চ্যালেন্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ খেলবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সোমবার থেকেই এই ম্যাচের অনলাইন টিকিট কাটতে সমস্যা হচ্ছিল। মঙ্গলবার দেখা গেল আপাটিতে লিখে দেওয়া হয়েছে এই ম্যাচের টিকিট শেষ। আরসিবি মানেই বিরাট কোহলি। করোনো অতিমারির পর ইডেনে প্রথম খেলতে নামবে কেকেআর। সেই ম্যাচে বিপক্ষ বিরাটা স্বাভাবিক ভাবেই টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। তাই ন’দিন আগেই অনলাইন টিকিট শেষ। সোমবার দেখা গিয়েছিল ৭৫০ টাকার টিকিট শেষ হলেও



১০০০ থেকে ৮০০০ টাকার টিকিট রয়েছে। যদিও সেগুলি কেনা যাচ্ছিল না। শুধু ৬ এপ্রিলের টিকিট নয়, আরও একটি ম্যাচের টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে না। সেটি ২৩ এপ্রিলের। ইডেনে সে দিন কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস। অর্থাৎ মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে খেলতে দেখার সুযোগ। অনেকেই মনে করছেন

এটাই শেষ বার। আর হয়তো আইপিএল খেলবেন না ৪১ বছরের ধোনি। তাই ইডেনে ধোনিকে সামনে থেকে শেষ বার দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না কেউই। সেই কারণে ম্যাচের ২৬ দিন আগেই অনলাইন টিকিট শেষ। ৩১ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি

## কন্তকে ছুঁটে ফেলল হ্যারি কেনের দল

লন্ডন, ২৮ মার্চ : টানা ব্যর্থতার জেরে। টটেনহ্যাম হটস্পারের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হল অ্যান্টোনিও কন্তে। প্রিমিয়ার লিগে এ বছর একেবারেই ছন্দে দেখা যায়নি হ্যারি কেনদের। লিগ টেবিলের চার নম্বরে থাকলেও টেবিল উপার আসেনিালের চেয়ে অনেক পয়েন্ট পিছনে টটেনহ্যাম। ২৮ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে শীর্ষে রয়েছে আর্সেনাল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে আছে টটেনহ্যাম। কয়েকদিন আগেও সাউদাম্পটনের সঙ্গে ৩-৩ ড্র করে স্পার্স। এমনিতেও ক্লাব ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ইতালিয়ান কোচের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। এ বার সরাসরি কন্তেকে ছুঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল ম্যানেজমেন্ট। দেড় বছর টটেনহ্যামে কোচিং করিয়েছেন অ্যান্টোনিও কন্তে। এ বছর প্রিমিয়ার লিগে এখনও পর্যন্ত ৯টা ম্যাচে হেরেছে টটেনহ্যাম। চারটেতে ড্র করেছে স্পার্স। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে। এক্সএ কাপেও শেফিল্ড ইউনাইটেডের কাছে হেরে ছিটকে যায় স্পার্স। প্রিমিয়ার লিগে এখনও ১০ ম্যাচ বাকি আছে। ম্যানেজমেন্টের আশা, নতুন কোচের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াবে দল।

২০২১ সালের নভেম্বরে নুনো স্যাক্টোর জায়গায় টটেনহ্যামের কোচের দায়িত্বে এসেছিলেন কন্তে। এর আগে চেলসি, জুভেন্টাস, ইন্টার মিলানকে খেতাব জেতান ইতালিয়ান কোচ। কন্তের অনুপস্থিতিতে অন্তর্বর্তী কোচ হলেন ক্রিস্টিয়ান স্টেলিনি। এর আগে ইন্টার মিলানও কন্তের সহকারী হিসেবে কাজ করেন স্টেলিনি। আপাতত তিনিই হ্যারি কেনদের সামলাবেন। বায়ার্ন মিউনিখের প্রাক্তন কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান টটেনহ্যামের কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন।

স্পার্সের চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল লেভি বলেন, আমাদের এখনও ১০টা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ বাকি আছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য প্রথম চারে নিজেদের জায়গা সুনিশ্চিত করতে চাই। আমাদের নতুন ভাবে শুরু করতে হবে। সবাই নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে মরিয়া। আমাদের প্রথম চারে থাকতেই হবে। সমর্থকদের পাশে থাকা দরকার।

## চিন্তায় কেকেআর শাকিব-লিটনকে অর্ধেক আইপিএলের জন্য ছাড়ছে বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৮ মার্চ : শাকিব আল হাসান এবং লিটন দাসকে যেন দয়া করে আইপিএলের জন্য খেলতে ছাড়ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলেও, সেটা মোটেও পুরো আইপিএলের জন্য নয়। ৮ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত আইপিএলের জন্য শাকিব আর লিটনকে ছাড়া হচ্ছে বলেই খবর। অর্থা প্রথম ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর শাকিবরা কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দেবেন। দ্বিতীয় ম্যাচেও সম্ভবত তাঁদের পাওয়া যাবে না। এ দিকে নক আউট তো পরের বিষয়, লিগের শেষ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচও সে ক্ষেত্রে খেলতে পারবেন না শাকিব আর লিটন।

১ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রথম ম্যাচ। ম্যাচটি অ্যাওয়ে। এর পর ৯ এপ্রিল ঘরের মাঠে রয়্যাল চ্যালেন্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ। ৮ এপ্রিল যদি

শাকিবরা নাইট শিবিরে যোগ দেন, তবে দ্বিতীয় ম্যাচের জন্যও তাদের দলে রাখা সম্ভব হবে না। আবার মে মাসের ১ তারিখের পর নাইটদের ম্যাচ বাকি থাকবে যথাক্রমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (৪ মে), পাঞ্জাব কিংস (৮ মে), রাজস্থান রয়্যালস (১১ মে), চেন্নাই সুপার কিংস (১৪ মে), লখনউ সুপার জায়ান্টসের (২০ মে) বিরুদ্ধে। এর পর যদি কেকেআর নকআউট ওঠে, তখন অন্য গল্প। মোদা কথা, অর্ধেক আইপিএলের জন্য শাকিব আর লিটকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। শাকিবদের ছাড়পত্র দেওয়া নিয়ে বহু দিন ধরেই জলযোগা চলছে। তবে ছাড়পত্র মিললেও যে, নাইটরা খুব খুশি হবেন, এমন বিষয় নেই। কিছুটা অনেকটা নাই মামার চেয়ে, কানা মামা ভালো’র মতো বিষয়টি কেকেআর কর্তৃপক্ষকে গিলে নিতে হবে। শাকিব আল হাসান ও লিটন দাসকে ২০২৩

আইপিএলের জন্য যে মিনি নিলাম হয়েছিল, সেখান থেকে বেস প্রাইসে কিনে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্সে। তবে এই দুই প্লেয়ারকে পাওয়া নিয়েই দড়ি টানটানি চলছিল। আসলে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৭ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। ৩১ মার্চ অর্থাৎ ১৬তম আইপিএলের উদ্বোধনের দিন রয়েছে বাংলাদেশ বনাম আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ। এর পর ৪ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে টেস্ট ম্যাচ। এখানেই শেষ নয়। আগামী ৯, ১২ এবং ১৪ মে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ রয়েছে বাংলাদেশের। বিশ্বকাপ সুপার লিগে অন্তর্ভুক্ত এই সিরিজেও খেলার জন্য শাকিবদের ছাড়ছিল না বাংলাদেশ। তবে বর্তমানে ঠিক হয়েছে, টেস্টের পর শাকিব আর লিটনকে ছাড়া হবে। কিন্তু ১ মে পর্যন্তই তাদের ছাড়া হবে।

## ধাওয়ানের নেতৃত্বে শিখরে ওঠাই লক্ষ্য পাঞ্জাব কিংসের

মোহালি, ২৮ মার্চ : নয় নয় করে নয় বছর হতে চলল। ট্রফি দূর অন্ত, আইপিএলের প্লে-অফে জায়গা করে নিতে পারেনি পাঞ্জাব। টিমের নাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব থেকে পাঞ্জাব কিংস হয়েছে। এ ছাড়াও টিম এক ঝাঁক বদল হয়েছে। তারপরও পারফরম্যান্সে কোনও বদল হয়নি। এ বারও নতুন কোচ-অধিনায়ক জুটি। অতীত ভুলে নতুন শুরুর প্রত্যাশায় পাঞ্জাব কিংস। নিলামের অনেক আগেই ট্রেডিংয়ে শিখর ধাওয়ানকে নিয়েছিল তারা। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অধিনায়ক করা। যার জন্য মায়াক্স আগরওয়ালকেও ছেড়ে দেয় পাঞ্জাব ব্র্যান্ডাইজি। গত মরসুমে সাতটি করে জয় ও হারে পয়েন্ট টেবিলে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছিল পাঞ্জাব কিংস। ট্রেডার বেলিস-শিখর ধাওয়ান জুটিতে কি এ বার সাফল্যের মুখ দেখাবে তারা? এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে অনেকটা সময়।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এ বার পাঞ্জাব কিংসের স্কোয়াড- শিখর ধাওয়ান (অধিনায়ক), ম্যাথু শর্ট, প্রভাসিমরন সিং, ভানুকা রাজাপক্ষ, জীতেশ শর্মা, শাহরুখ খান, সিকান্দার রাজা, রাজ বাওয়া, ঋষি ধাওয়ান, লিয়ার্ম লিভিংস্টোন, অথর্ব তাইদে, অশ্বিনী সিং, নাথান এলিস, বলতেজ সিং, স্যাম কারান, কাগিসো রাবাদ, হরপ্রীত ব্রার, রাহুল চাহার, হরপ্রীত ভাট্টায়া, বিদ্বৎ কাভেরাঙ্গা, শিবম সিং, মোহিত

রাঠি। কদিন আগেই পাঞ্জাব শিবিরে বড় ধাক্কা লেগেছে। গত সেপ্টেম্বরে গলফ খেলতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের কিপার-ব্যাটার জনি বোয়ারস্টো। আইপিএলেও পাওয়া যাবে না তাঁকে। বোয়ারস্টোর পরিবর্তে ম্যাট শর্টকে সই করিয়েছে পাঞ্জাব। বিগ ব্যাশে তাঁর পারফরম্যান্স খুবই ভালো। শুরুতে পাওয়া যাবে না দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা-কেও। এই সমস্যা শুধু পাঞ্জাবেরই নয়। আন্তর্জাতিক সূচি শেষে তবেই দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলের প্লেয়াররা আইপিএলে যোগ দেবেন। অন্তত প্রথম ম্যাচে রাবাদাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই পাঞ্জাবের। তাদের প্রথম ম্যাচ ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে।

পাঞ্জাব কিংসে এ বার নতুন কী রয়েছে, কেনই বা ফল-বদলের স্বপ্ন দেখছে তারা? প্রথমত, নতুন কোটেন। মায়াক্স আগরওয়ালকে ছেড়ে শিখর ধাওয়ানকে নিয়েছিল পাঞ্জাব। তাঁকেই অধিনায়ক করা হয়েছে। গত মরসুমে পাঞ্জাব কিংসের সর্বাধিক স্কোরার ছিলেন শিখর। ১৪ ম্যাচে ৪৬০ রান করেছিলেন ধাওয়ান। জাতীয় দলে জায়গা হারানোর এ বার তাঁর লক্ষ্য ভালো পারফর্ম করে ফের নীল জার্সিতে ফেরা। মিনি অকশনে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। আইপিএল নিলামে ইতিহাস গড়েছে তারা।

## ভারতীয় বোর্ডের আবেদনে পুওর আখ্যা বদলাল আইসিসি

দুবাই, ২৮ মার্চ : ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইন্দোরে। তৃতীয় দিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল সেই টেস্ট। আরও নিখুঁত ভাবে বললে, তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট। আইসিসি ইন্দোরের পিচকে পুওর বলে আখ্যায়িত করেছিল। সেই সঙ্গে ছিল তিনটি ডিমেরিট পয়েন্ট।

আইসিসি-র এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বোর্ডের এই আবেদনের পরিশ্রেক্ষিতে বিবৃতি দেয় আইসিসি। আইসিসি-র ক্রিকেট সংক্রান্ত জেনারেল ম্যানেজার ওয়াসিম খান এবং আইসিসি-র ক্রিকেট কমিটির সদস্য রজার হার্পারকে নিয়ে তৈরি প্যানেল ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয়



টেস্ট ম্যাচের ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। তাঁদের মত, ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড পিচ মনিটরিং প্রোসেসের অ্যাপেলডিঙ্গ এ-র নিয়ম অনুযায়ী পিচ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

তবে পুওর এই তকমা দেওয়ার মতো অসম বাউন্স ছিল না ইন্দোরে। পুওর থেকে বিলো

আ্যভারেজ অর্থাৎ গড়পরতার নীচে এই তকমা দেওয়া হয়। তিন

ডিমেরিট পয়েন্টের বদলে দেওয়া হয় এক ডিমেরিট পয়েন্ট।

উল্লেখ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া ফের মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে।

## মেসিকে ছাড়ার প্রশ্ন নেই, বলছেন পিএসজি সভাপতি

প্যারিস, ২৮ মার্চ : মরশুম শেষে কোন ক্লাবে যাবেন লিওনেল মেসি? এই প্রশ্নটাই এখন গোটা ফুটবল বিশ্বে ঘুরছে। তবে এর উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। চলতি মরশুম শেষেই পিএসজি-র সঙ্গে মেসির চুক্তি শেষ হচ্ছে। শোনা গিয়েছিল মেসি ও পিএসজি-র সম্পর্ক এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গিয়েছে যে এখন মেসি হয়তো পিএসজি-তে থাকতে চাইছেন না। এমন অবস্থায় মেসির বাবা, যিনি আবার মেসির এজেন্ট তিনি নাকি সৌদি আরবে যাচ্ছেন। এদিকে মেসির বন্ধু আণ্ডয়েরো বলেছিলেন যে মেসি যেন বার্সালোনাতে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকেই অবসর নেন। এর মাঝেই লা লিগার সভাপতি জানিয়েছেন মেসি আসন্ন মরশুমে পিএসজি অথবা বার্সাতে খেলতে পারবেন না।

এমন অবস্থায় মেসিকে নিয়ে বড় বিবৃতি দিয়েছেন পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফি। তিনি বলেছেন যে মেসি ও এমবাপেকে ধরে রাখতে মরিয়া পিএসজি। পিএসজি সভাপতি



নাসের আল খেলাইফি জোর দিয়ে বলেছেন যে ক্লাব লিওনেল মেসি এবং কিলিয়ান এমবাপেকে ধরে রাখার জন্য সবকিছু করতে পারে। এর জন্য যা যা প্রয়োজন সবটা করবে ক্লাব। লিওনেল মেসি এবং কিলিয়ান এমবাপে, দুজনেরই পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষের পথে। আর্জেন্টিনার কিংবদন্তির চুক্তি এই মরশুমের পরে শেষ হবে। অন্যদিকে এমবাপের সঙ্গে ক্লাবের চুক্তি শেষ হতে আর বাকি রয়েছে কয়েকটা মাস।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং ফ্রেন্স কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর কাতারের বাবসায়ী খেলাইফি জোর দিয়েছিলেন যে, লিগ ওয়ান জেতা

দলের প্রধান আগ্রাহিকার। ২০২৩ সালে তাদের মিশ্র ফর্ম থাকা সত্ত্বেও, পিএসজি লিগ ১ এর শীর্ষে রয়েছে। কারণ তারা গত একশতকের মধ্যে তাদের ষষ্ঠম লিগ শিরোপা নিশ্চিত করতে চায়।

আল-খেলাইফি পিএসজি সমর্থকদের আহ্বান করেছেন এবং তিনি ক্লাবের সমর্থকদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন যে, ক্লাব তাদের সুপারস্টারদের জন্য নতুন চুক্তি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করার জন্য কোনও রকম তড়াহুড়া কিংবা ভুল করবে না। মার্কার সঙ্গে কথা বলার সময়ে আল-খেলাইফি বলেছেন, আমরা ভাগ্যবান যে বিশ্বের সেরা কিছু খেলোয়াড় আমাদের দলে রয়েছে, যারা অন্যান্য ক্লাবের কাছ থেকে অফার পেয়েও পিএসজির হয়ে খেলতে চেয়েছিল। আমরা চেষ্টা করছি, তাঁরা যেন ক্লাবের হয়ে তাঁদের খেলা চালিয়ে যেতে পারেন। সে জন্য আমরা কাজ করছি। আমরা যা করছি তা ব্যাখ্যাও করব, নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা তাঁদের সঙ্গে চুক্তি করব। আমরা সেই ভাবেই কাজ করছি।

## ইস্টবেঙ্গল কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে লোবেরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গলের কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন মুম্বাইয়ের হয়ে আইএসএল জয়ী প্রাক্তন কোচ সের্জিও লোবেরা। শনিবার ক্লাব তাঁবুতে ইমামির প্রতিনিধি এবং ক্লাব কর্তাদের মধ্যে কোচ নিয়ে প্রাথমিক বৈঠকের পর কোচ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে চারটি নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাতে সের্জিও লোবেরার নামটিই এগিয়ে রয়েছে, যিনি এই মুহূর্তে চিনের সিচুয়ান ক্লাবের কোচ হিসেবে কাজ করছেন। কোনও কারণে যদি লোবেরাকে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে লাল-হলুদ কর্তাদের দ্বিতীয় পছন্দ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। যিনি এই মুহূর্তে কোনও দলের সঙ্গেই যুক্ত নন।

এই মরশুমে কোচ থেকে ফুটবলার, যাবতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেই ক্লাব কর্তাদের সঙ্গী করে এগোতে চাইছেন ইমামি কর্তারা। এতে একটা বিষয়ের অন্তত নিশ্চয়ি হবে, মরশুম শেষের দিকে ইমামি বা ক্লাবের পক্ষ থেকে কেউই মন্তব্য করতে পারবেন না,

কোচ বা ফুটবলারদের নির্বাচনের বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না। প্রথমদিন আলোচনায় আপাতত ঠিক হয়েছে, এমন কাউকে কোচ করা হোক, যিনি ইন্ডিয়ান সুপার লিগকে হাতের তালুর মতো চেনেন। সঙ্গে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে কোচিং করিয়ে অতীতে সাফল্যও এনে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে শনিবার ক্লাব তাঁবুতে ক্লাব প্রতিনিধি এবং ইমামি কর্তারের আলোচনায় প্রাথমিক ভাবে চারজন কোচের একটা তালিকা তৈরি হয়। লোবেরা, হাবাস ছাড়াও সেই তালিকায় আছেন এটিকের প্রাক্তন আইএসএল জয়ী কোচ মালিনা। এবং বেঙ্গালুরুর স্পোর্টিং ডিরেক্টর রোকা।

মালিনা এই মুহূর্তে কোনও দল কিংবা স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও, ভারতীয় ফুটবলের কোচিংয়ে ফিরতে খুব একটা আগ্রহী নন। রোকা-কেও বেঙ্গালুরু এফসির স্পোর্টিং ডিরেক্টরের পদ ছাড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচের চোয়াকে বসানো প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে

পছন্দের তালিকায় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা সের্জিও লোবেরা এবং আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের কথাই বেশি আলোচনা করছেন লাল-হলুদ কর্তারা। শনিবার প্রাথমিক আলোচনায় একটা ব্যাপার ঠিক হয়েছে, সবাই আগে কোচ নির্বাচন করা হবে। তারপর মূলত কোচের পরামর্শ শনিতবে যে প্রাথমিক আলোচনা মতোই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কোন কোন ফুটবলারকে সামনের মরশুমের দলে রাখা হবে। আর তাতে কোচ নিয়োগের ক্ষেত্রে শনিবার যে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে, তাতে একটি ব্যাপারেও ঠিক করা হয়েছে, কোচ নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রথমত দেখা হবে, কোচ দৃষ্টিগোচর ফুটবল খেলতে কতটা সক্ষম। সঙ্গে ডিফেন্সিভ সংগঠনও কতটা পারদর্শী। কারণ, শেষ মরশুমে স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইনের দলকে ডিফেন্সের দোহে প্রচুর গোল খেতে হয়েছে। আর এই দিক থেকেই এগিয়ে হাবাসের থেকে। তবে সাফল্যের দিক থেকে লোবেরা এবং হাবাস একই সরল রেখায়

রয়েছে। ২০১৪ এবং ২০১৯-২০ মরশুমে এটিকে-কে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন হাবাস। আবার সের্জিও লোবেরা একই মুম্বাই সিটি এক্সপ্লোর হয়ে একবারই আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হলেও এক্সপ্লোর গোয়া এবং মুম্বাইকে গ্রুপ লিগের শীর্ষে রেখে আইএসএলের শিল্ড’ও জিতিয়েছেন। একই সঙ্গে সুপার কাপ জিতিয়েছেন গোয়া-কে। হাবাসের যাবতীয় কৃতিত্ব এটিকের হয়ে। কিন্তু লোবেরা আইএসএল সাফল্য পেয়েছেন দুটো দলের হয়ে। শুরুতে এক্সপ্লোর গোয়া এবং পরে মুম্বাইয়ের হয়ে। যে কারণে কোচের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন সের্জিও লোবেরা। ঠিক পিছনেই হাবাস।

তবে লাল-হলুদ কর্তাদের পছন্দে এগিয়ে থাকলেও লোবেরাকে পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা সামান্য হলেও আছে। এই মুহূর্তে চিনের দল সিচুয়ান-এর হয়ে কোচিংয়ে ব্যস্ত লোবেরা। হাবাস সেখানে গত দেড় বছর ধরে কোনও দলের সঙ্গেই যুক্ত নন।

চিনের ক্লাব দলে কোচিং করলেও ইস্টবেঙ্গলে আসার জন্য লোবেরা আগ্রহী একটাই কারণে। সেখানে এখনও বায়োবাবলের মধ্যে থেকে কোচিং করাতে হচ্ছে। আর এই পরিস্থিতিতে বেশিদিন চিনে থাকতে চাইছেন না তিনি। তবে শুধু এই কারণেই চিনের ক্লাব ছেড়ে প্রাক্তন আইএসএল জয়ী কোচ ইস্টবেঙ্গলে চলে আসবেন এরকমটাও ভাবার কোনও কারণ নেই। চিনের ক্লাবে যে বেতনটা তিনি পান, ইস্টবেঙ্গলকেও সেই বেতন দিতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য হাবাসের ক্ষেত্রেও। এই মুহূর্তে কোনও ক্লাবে যুক্ত না থাকলেও, তাঁর আর্থিক দাবি মেটাতে তবেই ইস্টবেঙ্গলে আসার কথা ভাববেন তিনি। ফলে কোনও নামই এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে লাল-হলুদ কর্তারা ভীষণভাবে চেষ্টা করছেন, পুরো প্রক্রিয়াটা দিন পনেরোর মধ্যে শেষ করে ফেলতে। তাতে বাংলা নববর্ষের দিন ক্লাবের বারপুজোয় নতুন কোচের নাম ঘোষণার একটা সুযোগ থাকবে।